গোধূলি

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ বি, এল

প্রণীত।

১৩১৮

মূল্য ৮০ আনা

প্রকাশক

শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এল

বসিরহাট।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

* উৎসর্গ *

গোধূলির স্বর্ণ-ধূলি চুম্বিছে চরণাঙ্গুলী,
দুলিতেছে নীরদ-কুন্তল,
ইন্দু-মুখী সন্ধ্যা সতী নামিছে মন্থর-গতি,
সুপ্ত সিন্ধু কৌমুদী-বিহ্বল।
পবিত্র গোধূলি-লগ্ন, স্থির চিত্ত ধ্যান-মগ্ন,
এস তুমি আলোক-পূর্ণিমা !
ছড়া'য়ে কিরণ-চূর্ণ মহাশূন্য কর পূর্ণ
অয়ি মম মানস-প্রতিমা !

প্রকাশকের নিবেদন

যে সমস্ত কবিতা-পাঠে মানব-মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ও প্রসার হইতে পারে, হৃদয় বিশ্বপ্রীতিতে পূর্ণ হইতে পারে, চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া চিদাত্মার মৃদু প্রতিধ্বনি শুনিতে পারে, সেরূপ কবিতা বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। এতদ্দেশীয় আধুনিক খ্যাতনামা কবিদিগের রচনা ভাষা-লালিত্যে, বিচিত্র ভাব-বিন্যাসে, হৃদয়-বিদারক শোকোচ্ছ্বাস-বর্ণনে, সূক্ষ্ম সমাজতত্ত্বোদ্‌ঘাটনে সম্যক্ পারদর্শী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের আখ্যান-বস্তু আমাদিগকে "বিষয়ের" গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্য খানি বঙ্গ-সাহিত্যের এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারিবে সেই বিশ্বাসে আমি আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই গ্রন্থের 'গোধূলি' নাম-করণ নিরর্থক নহে।

ইহা কবি-জীবনের অপরাহ্নকালে গোধূলির স্বর্ণধূলিবৎ শান্তোজ্জ্বল দীপ্ত-সংযত কতিপয় মহৎ ভাবের সমষ্টি। ইহাতে আসন্ন সন্ধ্যার গম্ভীরতা, নিস্তব্ধতা, ধ্যানমগ্নতা ও অনুভব-গম্য আনন্দ-পূর্ণিমার ভাস্বরতা ও পরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে কবির যৌবন-রচনা "মঞ্জীরের" মধুর লাস্য-লীলা, ভাবের উদ্বেলতা বা আকাঙ্ক্ষার মাদকতা নাই; ইহা শান্ত, সংযত, আনন্দরসে পরিপ্লুত।

এই কাব্যগ্রন্থের চারিটি অধ্যায়ে আত্ম-তত্ত্বের বিবিধ স্তর পরিলক্ষিত হইবে। 'চিন্ময়ী' অধ্যায়ে আদ্যাশক্তিরূপিনী প্রকৃতি মানবী মূর্ত্তিতে কবির চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে নিজের বিশ্বরূপ বিস্তার করিতেছেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মর্ম্ম-কন্দরে চিদ্-বাহিনারূপে প্রবাহিত হইয়া আপনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যা-মূর্ত্তি প্রকটিত করিতেছেন। 'সিন্ধু-সংবাদ' অধ্যায়ে সিন্ধু-রূপিনী প্রকৃতির কোটি কণ্ঠের আকুল আহ্বানে কবির অন্তর্নিহিত আত্মারূপী জগন্নাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া

আপনাতে মগ্ন রহিয়া সঙ্গোপনে আত্মরতি সাধন করিতেছেন। 'ঐকতান' অধ্যায়ে এই বিশ্ব ও বিশ্বাত্মার একতানতা, বহুতার বহুরূপ ও বহুব্যথার মধ্যে একধর্ম্ম-একমর্ম্ম-এককর্ম্ম-একমন্ত্রতা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'অরণী' অধ্যায়ে আর আমরা কবিকে খুঁজিয়া পাই না; আমরা কেবল আমাদিগের গূঢ় মর্ম্মে যে সকল গভীর প্রশ্ন মাঝে মাঝে উত্থিত হয় তাহাদিগের সজীব মূর্ত্তি অবলোকন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টি কিয়ৎপরিমানে বিকশিত হইয়া উঠে।

'ঋতু-মঙ্গল' অধ্যায়ের শেষ কবিতা কয়টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর এবং এই কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাব-সূত্রে গ্রন্থন-যোগ্য নহে। তথাপি এই কবিতাগুলিতে কালিদাসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া কবি যে প্রাচীনের সহিত আধুনিক সৌন্দর্য্যানুভূতির স্বাদু সমাবেশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিয়া এই কবিতাগুলি গ্রন্থ-ভুক্ত করিয়াছি। এগুলি কবির বহুপূর্ব্বের রচনা।

কবির কবিতার বিশিষ্ট পরিচয় দিবার অধিকার আমার না থাকিলেও কবির জীবনের সহিত আমি সবিশেষ পরিচিত বলিয়া এত কথা বলিতে সাহসী হইলাম। আশা করি এ সাহস মার্জ্জনীয় হইবে। ইতি

১৩১৮।৩১শে আষাঢ়

শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী, বি, এল,

প্রকাশক।

গ্রন্থকারের নিবেদন

'বেলার' কবি শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 'মঞ্জরীর' কবি শ্রীযুক্ত রমনীমোহন ঘোষ, 'শান্তি-সোপানের' কবি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং সুহৃদ্বর প্রকাশকের নিকট এই পুস্তকের ভাষা ও ভাবের সংশোধন নিমিত্ত আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

গ্রন্থকার।

সূচি

চিন্ময়ী

কে তুমি ?

সীমন্তে সিন্দুর-টীপ্ পরি' সন্ধ্যাসতী
গগন-মন্দিরাঙ্গনে করিতে আরতি
মৃদু পদে আসি' যবে সুগম্ভীর রবে
ধ্বনিল মঙ্গল-শঙ্খ, লাগিল নীরবে
তরীখানি নদীতটে বকুল-চরণে;
বহুবর্ষ পরে। অতি ধীরে সন্তর্পণে
নামিনু তরণী হ'তে; চঞ্চল অন্তর
চলিনু পাগলপারা বিষাদ-কাতর
প্রিয়ার কুটীর পানে। সান্ধ্য সমীরণ
ঝাউ-মুখে 'নাই! নাই!' গাহি' অনুক্ষণ
চাহিল ফিরা'তে মোরে; বকুলের তলে
রাশি রাশি বাসি ফুল কহিল বিকলে
যেন কার অযতন। অশ্রু অবিদিতে
জমিল নয়ন-কোণে। যেন অলক্ষিতে

অজ্ঞাত শকতি নিল টানিয়া আমারে
সেই চির পরিচিত কুটীর-দুয়ারে।

২

প্রিয় তার পুষ্প-কুঞ্জে পশিনু যখন,
মরি কি সৌগন্ধ আসি' আকুলিল মন
সেইক্ষণে ; নভ হ'তে অমৃত-লহর
ঢালিল শশাঙ্ক-কলা। অমল সুন্দর
রজনীগন্ধার শুভ্র তারা-পুষ্পচয়
অধরে বিষাদ-হাসি করিয়া সঞ্চয়
সুপ্ত রয় ; শেফালীর সিত ফুলদল
শীতল শিশির-সিক্ত ঢালে পরিমল
তরুতল ভরি' ; গোলাপের চারু কলি
পবন-চুম্বনে গূঢ় সুধায় উছলি'
ফোটে ধীরে।—কিন্তু হায়! সে কুসুম-বন
বৃথা হাসে ; আঁখি ভাসে স্মরি' অনুক্ষণ
স্বপ্নময় সে কুঞ্জের সুষমা-নির্ঝর
প্রিয়ার সে মনোরমা মূরতি সুন্দর।

হায় রে সে কুঞ্জবন নীরব এখন,
আর না মুরলী তুলে মধুর নিঃস্বন !

৩

সে কুঞ্জ-কাননে পশি', মুদিত নয়নে
আছিনু যে কতক্ষণ—নাহি পড়ে মনে।
অকস্মাৎ অন্তরের শ্রবণ ভরিয়া
কে ঢালিল তীব্র মধু ? তাহে চমকিয়া
পুলকিয়া উছসিয়া উঠিল হৃদয়
অজানা আনন্দভরে। যেন মনে লয়—
মরতের সুর তাহে নহেক মিশ্রিত,
স্থূল কর্ণ না শোনে সে নীরব সঙ্গীত,
ধরণীর ধূলি-ভাষে নহে তা' রচিত,
অবিদিত অস্বাদিত অমৃত-পূরিত
সেই গান, মিষ্টতর শ্রুত গীত হ'তে।
অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করি' কোন মতে
হেরিনু অপূর্ব্ব ছবি—হেরেনি যাহায়
কভু স্থূল আঁখি মম। সে বরণ হায়

মরতের নারী-দেহে না সম্ভবে মরি !
সে আঁখি হরিণে নাই, নদীর লহরী
সে বঙ্কিম গতি-ভঙ্গে না হয় তুলন,
সে মূরতি আঁকিবারে না পারে স্বপন।

৪

কে তুমি ?—এসেছ বুঝি ফিরিয়া আবার
এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি', প্রেয়সি আমার,
এত দিনে ? খুলে' গেল স্মৃতির নয়ন
নেহারি' ও সূক্ষ্ম তনু। বুঝিনু এখন
নহ তুমি নাম-সার মরতের নারী,
নহি রে নশ্বর নর। চরণে বিথারি'
পড়ে' ওই মহাকাল ! অনাদি অক্ষয়
অফুরন্ত বসন্তের সৌন্দর্য্য-নিলয়
অনন্ত তোমার রূপ। ছিলে তুমি সতি !
সুনিগূঢ় চিদন্তরে অ-রূপ-মূরতি
চিদানন্দ-স্বরূপিনী। কবে ধ্যান মোর
ভঙ্গ করি,' বিস্তারিয়া ভব মায়া-ডোর,

নির্ব্বিকার আত্মা মম করিয়া বন্ধন,
বিশ্ব মাঝে আনিলে টানিয়া। মোহাঞ্জন
মাখি' নেত্রে, সে অবধি মিলি' দুইজনে
খেলিতেছি কত খেলা জনমে জনমে!

৫

হে রূপসি! খুলে লও বারেক তোমার
এ মোহন রূপ-মোহ—স্বপন-বিকার—
মানস-নয়ন হ'তে; মায়া-অভিনয়
কর সাঙ্গ; এ উদ্দাম বাসনানিচয়
কর রোধ; চিত্ত পুন কর নির্ব্বিকার;
নির্ব্বাণ লভুক আত্মা তোমার মাঝার।

৬।৪।১৯০৫ বসিরহাট



ঋতু-সম্মিলন

শৈশবের মৃদু-তপ্ত বসন্ত-প্রথমে
সংসারের উপকূলে মন্থর চরণে
সঞ্চরিত মৃদু নদী। নিয়ত-চঞ্চল
না ছিল তরঙ্গমালা, উচ্চ কলকল
না উঠিত নিশিদিন আকুল উচ্ছ্বাসে।
তট-তরুশাখে শুধু তরুণ উল্লাসে
লজ্জায় লুকা'য়ে কায়া মধু-বিহঙ্গম
তুলিত মৃদুল তান। অস্ফুট-মরম
পুষ্প-কলি আধ ফুটি' বনে উপবনে
নত নেত্রে আপনারে রাখিত গোপনে
নিবিড় পল্লবে ঘিরি'। ঘুম-ভাঙা চোখে
হে দেবি! মাধুরী তব সমগ্র আলোকে
পারে নি পশিতে; মূর্ত্তি ধরে নি স্বপন;
আপনার মাঝে আমি আছিনু মগন।

২

যদিও তোমারে আমি পারি নি চিনিতে
সে শৈশবে, কর্ণ মোর নারিত সহিতে
সংসারের কোলাহল। ছাড়ি' লোকালয়,
নিরজন নদী-তীরে সন্ধ্যার সময়
বসিতাম একা আসি'। মাথার উপর
চন্দ্রাতপ সম শোভে অনন্ত অম্বর,
পদতলে বহে মৃদু প্রান্তর-বাহিনী
কোন্ দূরে, ধীরে ধীরে নভ-নিবাসিনী
ফুটে তারা, বাজে বাঁশী রাখাল-অধরে,
মৃদু হাসে শশি-কলা শাখীর শিখরে।
আলোক-তিমির-মাখা সে কনক-সাঁঝে
সে অসীম সুমধুর সৌন্দর্য্যের মাঝে
শিশু হিয়া আত্মহারা হইয়া যখন
যাইত ডুবিয়া, ত্যজি' কুসুম-কানন
কে যেন বালিকা মরি চঞ্চল-চরণ
আসি' পাশে, উচ্চ হাসে ভাঙি' সে স্বপন,

চিরপরিচিতভাবে ধরি' মোর করে,
কভু মাঠে, দীঘি-ঘাটে, কভু বা প্রান্তরে,
সর্ব্ব ঠাঁই ভুলাইয়া লইত আমায়!
কখনো বা তুলি' ফুল, তরু-লতিকায়
গাঁথি' মালা, দিত বালা পরাইয়া গলে
মৃদু হাসি'। যবে আমি অতি কুতূহলে
মুগ্ধ নেত্রে চাহিতাম পরিচয় তার,
দুলাইয়া তরঙ্গিত কালো কেশ-ভার
ছুটিয়া পলা'ত কোথা! খুঁজি বনে বনে
আর না মিলিত দেখা। শেষে শূন্য মনে
ফিরিতাম আলয়ে আমার।—সে যে তুমি
জুড়িয়া আছিলে মোর হৃদি-রঙ্গভূমি
বাল্যে মম, পারি নাই বুঝিতে তখন,
ধরে নাই ছায়া তব হৃদয়-দর্পণ।

৩

কৈশোরের পরিপূর্ণ বসন্ত মরমে
দেখা দিল। মন্দ মন্দ উঠিল কাঁপিয়া

স্রোতস্বতী মলয়ার মোহ-পরশনে
অজানা আনন্দ ভরে। দুকূল ভরিয়া
কলিকা উঠিল ফুটি' অলিকুল-গানে
আত্মহারা ; প্রাণ চায় কারে কেবা জানে!
কি কামনা, কি আকাঙ্ক্ষা, কাহার স্বপন,
—জানিনা বুঝিনা কিছু—আকুলিল মন।
কোথা হ'তে পিককুল উঠিল ঝঙ্কারি'
দিশি দিশি, মুগ্ধ নেত্রে বিচিত্র ভুবন
ধরিল রঙ্গিল ছবি, পড়িল বিথারি'
আকাশকুসুমরাশি ছাইয়া চরণ।
কোন্ মায়া-পুরী হ'তে গন্ধের মতন
গীত-ধ্বনি ভাসি' আসি' মানসে আমার
ঢালিল মধুর নেশা ; মাধুরী-ভাণ্ডার
কার যেন মায়া-ছায়া কুহক-পরশে
ছায়িল অন্তর মম ; কি যেন হরষে
পুলকে পূরিল তনু। ঘুমের আবেশে
কে যেন কিশোরী মরি মৃদুমন্দ হেসে'
বসিল শিয়রে মম, এলায়িত কেশে

আবরি' বদন-বিধু ; কর্ণে কর্ণিকার
দুলে ঘন ; সুরভিত নিঃশ্বাস তাহার
লাগে গায়। লাজে ভয়ে, অতি সন্তর্পণে,
আনন করিয়া নত, মুদিয়া নয়নে,
ওষ্ঠে মম দিল বালা প্রথম চুম্বন ;—
অমনি ভাঙিল ঘোর। মেলিয়া নয়ন
চেয়ে দেখি—ফুরা'য়েছে সোনার স্বপন,
লুকা'য়েছে ছবিখানি। হে চিরসুন্দরি !
তখনো বুঝিনি হায় হৃদি আলো করি'
ফুটিয়াছে তব রূপরাশি ! যবে বালা !
বহিত যমুনা বুকে ধরি' তারা-মালা,
জ্যো'স্নামগ্নী যামিনীতে চাহি' চাঁদ পানে,
অবিদিত সুখরাশি খেলিত পরাণে,
ভেসে' যে'ত হিয়া মম দূর-বংশীরবে,
তখনো জানি নি আমি তুমিই নীরবে
চেয়ে আছ মুখে মম, গুপ্ত আকর্ষণে
টানিয়া নিতেছ মোরে তোমারি চরণে !

৪

মধু-ঋতু-শেষে নব যৌবন-নিদাঘে
একদিন বৈশাখের দিবা শেষ-ভাগে
দিনমণি ধরি' শিরে কিরণ-মালিকা
অস্ত যায়, কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ কুসুমিকা
ধীরে ফুটে, শান্তি-পূর্ণ ভুবন অম্বর।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে তিমিরনিকর
এল ছুটি' আলো টুটি' ঘোর ঘটা করি'
দিকে দিকে। সেই ক্ষণে আহা মরি! মরি!
প্রথম পড়িল চোখে, প্রেয়সি আমার,
চির স্মরণীয় ওই মূরতি তোমার
জ্যোতির্ম্ময়ী, নভ-প্রান্তে, নিমেষের তরে,
তীব্রোজ্জ্বলা! সুচঞ্চল উড়িছে অম্বরে
নীরদ-কুন্তলদল, আননমণ্ডল
ঝকিছে তাহার মাঝে, সুনীল অঞ্চল
পড়িছে লুটিয়া, মৃদু হাসি ওষ্ঠাধরে
চমকিছে—মণি যথা খনির ভিতরে।

বিদ্যুদ্দাম-বিলসিত চকিত সে আঁখি
সস্মিত, বিস্মিত মম নেত্র'পরে রাখি'
ক্ষণ মাত্র, না আঁকিতে চিত্ত-পটে ছবি
লুকাইলে !

৫

সেই হ'তে এই দীন কবি
জাগ্রত স্বপন ল'য়ে স্মৃতির তোমার
নিশি নিশি করিল রোদন, বার বার
স্মরি' তোমা আত্মহারা বিরহ-বিকারে
রচিল করুণ গীতি সিক্ত অশ্রুধারে।
লো সুন্দরি ! হাস্যময়ী মুরতি তোমার
নিকষে কনক সম হৃদয়ে আমার
চির তরে হইল অঙ্কিত ; বুঝি আর
এ জীবনে সে মুরতি নহে মুছিবার।

৬

কিন্তু সখি ! মুহূর্তের দরশনে হায়
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা ? তীব্র পিপাসায়

জ্বলিল হৃদয়-মরু, বিরহ-তপন
দগধিল আশা-নদী, নীরস জীবন
শুকাইল ধূলিমাঝে, পড়িল ঝরিয়া
হরষ-কুসুমরাশি শুষ্ক বৃন্ত হ'তে,
নিঃশ্বসিল চিন্তানিল রহিয়া রহিয়া
দারুণ সন্তাপ বহি'। তবু কোন মতে
ধরিয়া ধেয়ান তব নিগূঢ় অন্তরে
ছিনু বেঁচে'। দগ্ধ মরু মানস ভিতরে
মরীচিকা মাঝে মাঝে স্বপনের ছলে
ভ্রান্তিরে করিয়া দূতী পাঠা'ত কৌশলে
ধরিতে নয়ন-পথে মায়া-রাজ্যখানি
সুশ্যামল, নীরদ-শীতল। তাহে রাণি!
বহিত নির্ম্মল-নীরা মৃদুল-চরণা
স্বচ্ছ শান্ত শুভ্র নদী ছায়া-সুশোভনা
মন্দ-বাত-বিকম্পিত মৃদু-মুখরিত
ঊর্ম্মি-বিলসিত কভু জ্যো'স্না-ধবলিত।
কিন্তু যবে তার মাঝে ছবি খানি তোর
খুঁজি' পাতি পাতি, হায়! না মিলিত মোর

কাম্যধন, অশ্রুজলে পূরিত নয়ন,
নিমেষে মিলা'য়ে যেত ক্ষণিক স্বপন !
কেমনে সহিনু সখি ! বিরহ-বেদনা
অসহনা, বলিব কি করি' ? শূন্যমনা
বিরলে কাঁদিনু কত ব্যাকুল অন্তর
অহরহ ; অশ্রুজল ঝরি' নিরন্তর
উৎস তার শুকাইল শেষে। অবসান
হ'ত বুঝি পিপাসিত চাতক-পরাণ
মেঘ-বারি বিনা, যদি করিয়ে করুণা
না ঢালিতে সুধা-কণা শীতলতরুণা
তৃষিত অন্তরে মম।

৭

নিদাঘের শেষে

পরিণত যৌবনের বরষা যথন
পশিল মন্থর-গতি মানসের দেশে
স্নিগ্ধ-নেত্রা, সহসা লো আসিলে তথন

ছাইয়া অম্বরতল নিবিড় কুন্তলে,
ললাটের স্বেদ-ধারা মুছিয়া অঞ্চলে,
আতপ্ত তনুর তাপ মদির নিঃশ্বাসে
করি' দূর, মুখরিয়া নূপুর-শিঞ্জনে
হৃদি-পুর, নিমজ্জিয়া নব ভাবোচ্ছ্বাসে
চিত্ত-তট, তপ্ত প্রাণ সুধা-বরিষণে
সিক্ত করি'। নিলে তুলি' বক্ষে তব বালা!
অভাগারে, জুড়াইল অন্তরের জ্বালা।
চরণ-পরশে তব উঠে উচ্ছ্বসিয়া
তরঙ্গিনী, কূল প্লাবি' ধায় কল্লোলিয়া
পূর্ণ-তোয়া; সুশ্যামল উভ তটতীরে
অঞ্চল-পরশে তব চঞ্চল সমীরে
কদম্ব কেতকীপুঞ্জ কুমুদ কহ্লার
উঠে ফুটি' ফুলদল স্নিগ্ধ বরবার।
দিশি দিশি মন্দ বায়ু ঢালে গন্ধ তার
মিষ্ট মৃদু। অনুরাগে চাতক-পরাণ
মিলনের সুধা মরি সুখে করি' পান
সুদীর্ঘ-বিরহ-তৃষা করিল নির্ব্বাণ।

শুন প্রিয়ে! চাপি' করে করতল তব,
চাহি' চোখে, উথলিল যে সুখ নীরব
হৃদি মাঝে, তার কাছে বিরহের দুখ
তীব্রতায় নহে তুলনীয়। কাঁপে বুক
এ মিলনে যতখানি দুরু দুরু করি'
অতি সুখে, কাঁপে নাই ততখানি মরি
অদর্শনে! যে আকাঙ্ক্ষা মিলনের লাগি'
আছিল বিরহ-কালে, শত গুণে জাগি'
উঠিল সে মিলনের দিনে। বিন্দু সুধা
বুঝি বা মিটা'ত সখি! যে বিরহ-ক্ষুধা,
আজি লো মিলন-কালে না মিটিল আর
বার বার করি' পান সে অমৃত-ধার!

৮

এ শুভ মিলন-দিনে বরষা-যৌবনে
ধরিত্রী আপনি যেন মোদের চরণে
ধরিল প্রীতির ডালি কুসুম-অঞ্জলি,
সখী-ভাবে। গুঞ্জরিল পদ্ম-বুকে অলি

প্রীত মনে প্রণয়ের মিলনের গীতি ;
দিবানাথ ঊর্দ্ধ হ'তে ঢালিল দীধিতি
মাঙ্গলিক, উভ শিরে। নাচে কুতূহলে
অম্বুদ-চুম্বিত চারু পুষ্পিত অচলে
নর্ত্তকী নির্ঝর-বালা শিখীদল সনে
ইন্দ্রধনু-আঁকা পুচ্ছ তুলি' ফুল্ল মনে
উৎসব-চঞ্চল। ঘন বনান্ত সুন্দর
কদম্ব-পুলক-পুঞ্জে পূর্ণ-কলেবর
কেতকী-কুসুমে হাসি' নাচে নিরন্তর
তুলি' কিশলয়-বাহু।

৯

অয়ি আদরিণি !
এ সুখ-বরষা-দিনে এস সোহাগিনি!
কদম্বে কবরী ভরি', দুলাইয়া কানে
পরাগী শিরীষ-ফুল, নিতম্ব-বিতানে
ইন্দ্রধনু-কাঞ্চী পরি,' পীন পয়োধরে
জড়া'য়ে বকুল-মালা, বক্ষের উপরে

যূথিকার কণ্ঠহার করিয়া ধারণ,
সুরভি চন্দন অঙ্গে করি' বিলেপন,
মেঘ-বাসে অযতনে আবরিয়া কায়,
চপলা-কটাক্ষ হানি,' এমোর হিয়ায়
শুচিস্মিতে! ওই তব কুবলয়-আঁখি
—বিলোল হরিণী সম—বিজলিতে মাখি'
গড়িয়াছে বিধি, তাই প্রতি তীক্ষ্ণ শর
বিঁধিছে অন্তর-তল মম! যাদুকর
প্রেমের পরশে বক্ষ কাঁপে থর থর
বিপুল পুলকভরে। ঘন আলিঙ্গনে
খসিছে কবরী-বন্ধ; শিথিল বসনে
নগ্ন রূপ সুলোচনে! নারি ঢাকিবারে—
বিকসিত পুষ্প যথা পল্লব-প্রাকারে।
স্বেদ-বিন্দু মুক্তা সম ললাটে তোমার
জমে যদি, মুছে লই চুম্বনে আমার
সযতনে। এস দোঁহে শষ্প-শয্যা 'পরে
এ নির্জ্জন নদী-তীরে অতি সুখ ভরে
শুয়ে থাকি, আলিঙ্গনে বাঁধি' পরস্পরে,

প্রেমানন্দে। নদী হ'তে শীতল পবন
বহি' মৃদু, কাঁপাইয়া পুষ্পিত কানন,
ছড়া'য়ে কদম্ব-রেণু দোঁহার আননে
শীতল করিবে তাপ। তট-কুঞ্জ-বনে
কীচক বাজা'বে বেণু; দোদুল লতিকা
দুলিবে তরুর গলে সোহাগ-সেবিকা
অনুকরি' আমাদের অতুল সোহাগ;
ঘনীভূত হবে তাহে নব অনুরাগ।

১০

বুঝি সখি! প্রেম কভু বরষা-যৌবনে
নহে স্থির। কভু হয় সুখের মিলনে
দুখের নীরদোদয়; কভু অভিমান
জমাট মেঘের মত ছায় ও বয়ান,
আশঙ্কার ফেলে ছায়া হৃদয়-আকাশে;
কভু ভাসে আঁখি-তারা তপ্ত অশ্রুরাশে।
কভু রোষে জ্বলে নেত্রে ভ্রূকুটির শিখা
বহ্নি-তীব্র; কখনো বা বদনেতে লিখা

বিপন্ন বিষাদ-মূর্ত্তি ; হাসির মাঝারে
কভু বা রোদন-পরা। কভু দেখি হারে !
নির্ব্বাত শান্তির মাঝে সহসা ঝটিকা
ছুটে বেগে, কাঁপে তনু, জাগে বিভীষিকা
মনোনদে, কোকনদ-রক্তিম নয়ন
ঝলসিয়া বিশ্বময় ঢালে হুতাশন।
অর্দ্ধ নিশি একা বসি' জোছনার ফুলে
গাঁথি' মালা, এস যবে গলে দিতে তুলে'
প্রেমাদরে,—না জানিগো কি মোর বচনে
ক্ষুব্ধ হ'য়ে, ছিন্ন করি' সে কুসুম-হার
কুটি কুটি, পদ-প্রান্তে ছড়াও আবার
গো মানিনি, নিভে হাসি নধর অধরে।
কি জানি কিসের লাগি' সিক্ত রুদ্ধ স্বরে
ফুকারি' কাঁদিয়া উঠ ; লুটা'য়ে অঞ্চল
ফিরে' যাও, ফিরে' চাও ; গমনে কুন্তল
দোলে রোষে। হাহাকারে সে সুখরজনী
অস্ত যায়। পুন দেখি প্রভাতে সজনি !
না উঠিতে কেহ আর, না ডাকিতে পাখী,

বর্দ্ধিত প্রণয়ে দূর অন্তরালে থাকি'
মোর পানে রয়েছ চাহিয়া ! রাঙা আঁখি
বিন্দু বিন্দু ঢালিতেছে অনুতাপ-ধারা !
অমনি লুটাই পায় হ'য়ে আত্মহারা,
ধর বুকে ভুলি' মান অয়ি গরবিনি !
চুম্বনে আকুল কর মানস-মোহিনি !

১১

এ বিষম খেলা ধনি ! বরষা-যৌবনে,
প্রাণ ল'য়ে অভিনয় সাজেনা ললনে,
চিরদিন। একদিন আসিবে সুন্দরি !
এ অশ্রান্ত সদা ক্ষুব্ধ অশান্তি-লহরী
না দুলা'বে প্রণয়ের প্রশান্ত সাগর ;
আপনাতে সফলতা লভিয়ে কামনা
হ'বে ক্ষীণ, ক্ষীণতর ; না র'বে যাতনা
মুহুর্মুহু, পদে পদে নিত্য রূপান্তর
সন্দেহের ; নাহি র'বে আর ত তখন
বরষার এ উদ্দাম ঝটিকা-গর্জ্জন।

১২

প্রৌঢ় শরতের সেই মাহেন্দ্র-দিবসে
পূর্ণ পরিণত প্রেম উদিবে মানসে
বাসনার অবসানে। কূলে কূলে ভরা
বাহিনী, নীরবে বহি', শান্তলিগ্ধা ধরা,
যাইবে সাগর পানে। সুনীল গগনে
না উদিবে কৃষ্ণ মেঘ; রজত-কিরণে
হাসিবে বিপুল নভ; বন, উপবন
গলায় শেফালী-মালা করিবে ধারণ;
কুমুদী ফুটিবে সরে; রাজহংস ধীরে
উত্তোলি' ধবল গ্রীবা জ্যো'স্না-ধৌত নীরে
যাইবে মৃণাল-লোভে।

১৩

অয়ি অনিন্দিতে!
তারা-রত্ন-কিরীটিনি! লো হৃদয়-রাণি!
সে শারদ পূর্ণিমায় উরি' অবনীতে
গগনের সিংহাসনে চরণ দুখানি

শুভ্র মেঘ-পীঠে রাখি' বসিবে যখন,
বলাকা করিবে ধীরে চামর বীজন
শুভ্র পাখা বিস্তারিয়া ; তৃপ্ত মধুকর
তব বৈতালিক রূপে তুলি' মধুস্বর
গায়িবে মঙ্গল-গাথা মৃদু গুঞ্জরণে ;
কাশ-পুষ্প-বাস তব সুধাংশু-কিরণে
করিবেক ঝলমল ; সুমন্দ পবনে
তুলিবে অঞ্চল খানি বেতস-লতার ;
সরসী-আরসি মাঝে রূপসি ! তোমার
মুখ-ইন্দু বিভাতিবে ; তনু-গন্ধ মাখি'
ছুটিবে লো গন্ধবহ ; কালো দুটি আঁখি
চাহিবে আমার পানে স্থির অচঞ্চল।
দূর হ'তে সেই দিব্য পবিত্র সরল
শুভ্র-জ্যো'স্না-বিমণ্ডিত শারদ প্রতিমা
বিশ্বময় চিত্তময় অমর মহিমা
প্রকটিবে, সান্দ্রানন্দে বিপুল পুলকে
পূরিবে সর্ব্বাঙ্গ মম কদম্ব-কণ্টকে।
আর না কাঁপা'বে হিয়া বিরহের ভয়

সু-চির বিরহ মাঝে, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়
অমর করিবে মোরে এ মর ভুবনে।

১৪

তার পর ধীরে ধীরে তনু-উপবনে
পশিবে প্রবীণ হিম হেমন্ত যখন,
লাগি' গায় হিমময় নিঃশ্বাস-পবন
শীর্ণ হবে রূপ-লতা, অলক্ষিতে মরি
একে একে ফোটা ফুল পড়িবে ঝরিয়া
তরুতলে, বিগলিত বৃন্ত পরিহরি'
রাশি রাশি জীর্ণ পত্র যাইবে খসিয়া,
জড়সড় হইবে ধরণী।

১৫

অবশেষে
শীত-জরা মৌন-মুখ মৃত্যু-দূত-বেশে
তুষার-ধবল জটা করিয়া ধারণ
পশিবে সে তনু-বনে, ভুলি' গুঞ্জরণ
প্রমোদ-বিহঙ্গ আর না গায়িবে গান

তরু-শাখে, অন্ধকার সে বন-বিতান
আবরিবে।

১৬

কিন্তু শুভে! মরমে তখন
আসিবে কি প্রণয়ের জরা? যে স্বপন,
শৈশবে মুদিত কলি, কৈশোর পবনে
আধ ফুটি', পূর্ণ রূপে বিকশি' যৌবনে,
প্রৌঢ়ে খুলি' সুধা-ভাণ্ড ধরিল অধরে,
খসিবে কি সে কুসুম কভু জরা ভরে?
মানস-স্বরগে যেই পারিজাত ফুল
ফুটিয়াছে, কভু কি তা' হ'য়ে ছিন্ন-মূল
ঝরিবে? ফুরা'বে কভু মধু গন্ধ তার?

১৭

জেনো দেবি! একে একে তনু-অলঙ্কার
খুলে' যদি লয় কভু জরা-যাদু-বলে
কাল-চোর, না পারিবে নাশিতে কৌশলে
সৌন্দর্য্য তোমার কভু স্বভাব-সুন্দরি!

যেই রূপ মনোপটে প্রেম-তুলি' ধরি'
আঁকিয়াছি, কাল তাহা শত যত্নে মরি
নারিবে মুছিতে কভু। অনিন্দ্য সুন্দর
সে সূক্ষ্ম মাধুরী তব অজর অমর
অফুরন্ত; সেই স্থির রূপের সাগরে
নাহি হ্রাস, নাহি বৃদ্ধি !

১৮

মানস ভিতরে
ধৃতি দেবী যে মূরতি গড়িলা বিরলে,
মহাকাল লুটে সদা সে চরণ-তলে
শক্তি-হীন ! অয়ি মম হৃদি-বিলাসিনি !
অনাদি অনন্ত তব রূপের কাহিনী
যুগে যুগে যুগ-কবি বেদে বা পুরাণে
গায়িয়াছে, গায়িতেছে ছন্দোবদ্ধ গানে,
গায়িবে অনন্ত কাল। ধূলি-মুঠা ধরি'
যেই সৃষ্টি রচিলা বিধাতা, যাবে ঝরি'

একটি নিঃশ্বাসে পুন। কিন্তু মহারাণি!
মহাযোগে চিদাকাশে যে মুরতিখানি
সমাধির সুষুপ্তিতে লভিনু বিরলে,
যার তেজে রবি শশী গ্রহতারা জ্বলে,
বিশ্বাতীতা সে অক্ষরা চিন্ময়ী প্রতিমা
কি সাধ্য নাশিবে কাল? হরিবে গরিমা
বিন্দুমাত্র, অতিক্রমি' আপনার সীমা?

১৯

জনমে জনমে তব রূপের ধেয়ানে
জীবন যাপিনু কত; পুন তব ধ্যানে
যাপিব জীবন-রাজি——যতদিন দেবি!
না মিলিবে মোক্ষ মম ও চরণ সেবি',
যতদিন কামনার না হ'বে নির্ব্বাণ,
না হ'বে তোমারি মাঝে মম অবসান।

১৫।৫।১৯০৩ বসিরহাট



বিশ্বরূপা

ভূমি বারি বহ্নি বায়ু নভ উপাদানে
গঠিত মুরতি তব মরত-বিধানে
উভিয়া গিয়াছে এবে কর্পূর মতন
কোন্ শূন্যে কেবা জানে ? করি' প্রাণ পণ
পরম যতনে যেই ছবিখানি তোর
রেখেছিনু লুকাইয়া মর্ম্ম মাঝে মোর
কৃপণের ধন সম, কে চতুর চোর
চুরি করি' নিল তায় কি জানি কখন
কোন অবিদিত ক্ষণে ভাঙিয়া স্বপন !

২

কহ পৃথ্বি ! কহ বারি ! কহ হুতাশন !
কহ বায়ু ! কহ ব্যোম ! কোথা সে এখন-
তোমাদের সার ল'য়ে মুরতি যাহার
বিরলে গড়িলা বিধি ? বুঝি বা আবার
নিয়েছ ফিরা'য়ে সবে অংশ আপনার
সে সুন্দর তনু হ'তে, তাই সে মুরতি

নাহি ভাসে আঁখি-পথে, লভিলা বিরতি
বিশ্লেষি' আপন কায়া তোমাদের মাঝে !

৩

আজি যবে শুয়ে আছি ধরণী-শয্যায়,
কোথা হ'তে প্রেয়সীর তনু-গন্ধ হায়
আকুল করিল হিয়া ! অদূরে বিরাজে
যেই হিম নির্ঝরিণী, সুধা-রস তার
বিদূরিল তৃষা মম—যেন রে প্রিয়ার
অধর-অমৃত-দানে ! দূর নভ-গায়
দামিনীর চমকিত জ্যোতির ছটায়
অনিন্দিত রূপ তার চমকিল মনে !
অদৃষ্ট, কানন-চারী, অদেহ পবনে
মদির পরশ তার লভিনু উরসে
পুলক-তরঙ্গাকুল ! বিপুল নভসে
শুনিনু সঙ্গীত তার প্রণয়-পূরিত,
সঞ্জীবিত, পুঞ্জীভূত, কোমল, ললিত !
এইরূপে প্রকৃতির পঞ্চভূত স্থূল
মরমে আঁকিল পুন প্রতিমা অতুল !

৪

কভু ভাবি, গে'ছে নিভি' স্থূল রূপ-শিখা,
তবু যেন প্রকৃতির পাতে পাতে লিখা
প্রতিমার প্রতি রেখা! নীলিমার গায়
নীরদে কুন্তল-জাল, বেতস-লতায়
শিথিল বসন-শোভা, পূর্ণিমার চাঁদে
বিকশিত বিহসিত প্রফুল্ল বদন,
চকিত হরিণী-নেত্রে বিলোল লোচন,
কম্বু গ্রীবা, মরালীর গমনের ছাঁদে
বিভঙ্গিম গতি হেরি! তুমি গেছ চলি',
তবু যেন আছে প্রিয়ে! তোমার সকলি
সারা বিশ্বে বিথারিত!

৫

বরষা-উদয়ে

চঞ্চল মেঘোর্ম্মি যবে দিশাহারা হ'য়ে
দিশি দিশি ছুটে বেগে নভ-সিন্ধু 'পরে,
দেখি—তুমি একাকিনী লহরে লহরে

সাঁতারি' চলে'ছ ভাসি' পাগলিনী পারা ;
কেশজালে বিজড়িত সুবিরল তারা
ঝকিতেছে মণি সম। হেরি' সে প্রতিমা
ধায় চিত দূর নভে ভুলি' তার সীমা !

৬

ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে পড়িল সহসা
সৃষ্টির প্রথম দিনে সৌন্দর্য্য-সরসা
নগন মুরতি খানি প্রথম উষার,
অস্বাদিত লাবণ্যের কিরণে মণ্ডিত,
অনন্ত অগাধ নভ তাহে উদ্ভাসিত !
আদি কবি তুলে তার ওঙ্কার-ঝঙ্কার
বীণা-কণ্ঠে বিমোহিত। সৃজন সময়
ধাতার মানসময়ী মাধুরী নিচয়
প্রথম যে উষারূপে উঠিল ফুটিয়া,
আজিও যাহার জ্যোতি মোহে বিশ্ব-হিয়া,
সে উষা বুঝিনু তুমি অয়ি মম প্রিয়া !

৭

ক্রমে জাগে চিত মাঝে বিশ্বাস অপার :
নহ তুমি মরতের নারীর আকার
ধূলির মূরতি কভু। এ বিশ্ব মাঝারে
প্রকৃতি-রূপিনী তুমি। যে বুঝে তোমারে
সেই ভাবে, চিত্তে তার কর প্রকটিত
বিপুল ও বিশ্ব-রূপ ব্রহ্মাণ্ড-পূরিত।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অনিলে অনলে
দেখি তোমা সর্ব্ব ঠাঁই জড়িত সকলে।
জুড়িয়া র'য়েছ তুমি সর্ব্ব চরাচর,
এক তুমি, সর্ব্ব হেরি তোমার ভিতর।

৮

বাহ্য হ'তে চিত্ত যবে করিয়া কুঞ্চিত
অন্তরে নিক্ষেপি নেত্র, স্তম্ভিত বিস্মিত
চেয়ে দেখি——এই দেহ ব্রহ্মাণ্ড বিপুল
ক্ষিতি-বারি-তেজ-বায়ু-আকাশ-সঙ্কুল

অনন্ত অসীম-কল্প। তার মাঝে তুমি
চৈতন্য-রূপিনী রূপে আছ চিত্ত-ভূমি
করি' আলোকিত। ধীরে গুহার ভিতরে
নাদময়ী নির্ঝরিণী যেমতি বিহরে,
তেমনি এ মোর গূঢ় শরীর-কন্দরে
তুলিছ প্রণব-ধ্বনি হে চিদ্‌-বাহিনি!

৯

হে চিন্ময়ি! জ্যোতির্ম্ময়ি! চিত্ত-বিপ্লাবিনি!
জ্ঞান ভক্তি প্রেম যবে মিলি' পরস্পরে
করে আত্ম-বিসর্জ্জন আনন্দ-সাগরে,
সেই ক্ষণে সুপ্ত নেত্র করি' উন্মীলিত
প্রকাশিলে একি দৃশ্য বর্ণন-অতীত!
নিদ্রিতা নাগিনী রূপে মূলাধারে মোর
ঘিরি' মোরে রচি' সার্দ্ধ ত্রিবলয়-ডোর
ছিলি সতি! কত জন্ম ধরি'। ভ্রান্তি-বশে
জীবন গোঙানু তাই আলসে লালসে
মোহাধীন। সহসা কি শকতি-সঞ্চারে,

হে সুপ্ত সাপিনি মোর, টুটি' সে বিকারে,
জাগিয়া উঠিলি আজ ! সাথে সাথে তার
মূলাধারে, নাভি-নিম্নে, নাভি-মূলে আর
প্রবুদ্ধ হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূযুগ মাঝার
সুপ্ত ষড় পদ্মদল উঠিল বিকশি'
উর্দ্ধ-মুখ ! একে একে সে সবে বিলসি',
শত মত্ত মধুপের মধুর গুঞ্জনে
মুখরিত করি' দেহ ওঙ্কার-নিক্কনে,
তনু-গন্ধে চক্রচয় করি' আমোদিত,
জিহ্বাগ্রে ক্ষরিত সুধা-লহরে প্লাবিত
করি' সে কমল-রাজি, ব্রহ্ম-রন্ধ্রে ধীরে
সহস্রার পদ্ম-বনে প্রবেশিলি কি রে
ধরিতে মাথার মণি নাথের চরণে
ওরে কুল-কুণ্ডলিনি ? পতি-সম্মিলনে
যে নিগূঢ় রস-লীলা আরম্ভিলি সতি !
দেহের চেতনা-লয়ে তাহার বিরতি
নাহি ঘটে ; বিশ্ব সম বিশ্ব টুটে' যায়
শত শত, সে আনন্দ নাশ নাহি পায় !

দেহ-বিশ্ব আমি-তুমি অন্তর-বাহির
সে মিলনে নাহি থাকে ; কালের প্রাচীর
ভেঙে' যায় ; নাহি রয় সৃজন প্রলয় ;
রহে শুধু একমাত্র—আর কিছু নয় !

১৩১৩ বসিরহাট

এই কবিতার শেষ ভাগে ষট্‌চক্র বর্ণিত হইয়াছে। দেহ-মধ্যে পদ্মাকারে ষট্‌চক্র অবস্থিত। (১) মূলাধার চক্র ; ইহার চতুর্দ্দল, এখানে অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুলকুণ্ডলিনী সর্পী নিদ্রিত রহিয়াছেন। (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র, ষড়দল পদ্ম, নাভিনিম্নে স্থিত। (৩) মণিপুর-চক্র, দশদল পদ্ম, নাভি-মূলে স্থিত। (৪) অনাহত-চক্র, দ্বাদশদল পদ্ম, হৃদ্দেশে স্থিত। (৫) বিশুদ্ধ-চক্র, ষোড়শদল পদ্ম, কণ্ঠে স্থিত। (৬) আজ্ঞা-চক্র, দ্বিদল পদ্ম, ভ্রূমধ্যে স্থিত। কুলকুণ্ডলিনী, জ্ঞানভক্তিপ্রেমের সমতা হইলে জাগরিত হইয়া এই সকল চক্রপথ দিয়া সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে সহস্রার নামক সহস্রদল পদ্মে হংসরূপী পরম শিবের সহিত মিলিত হন। তখন দেহ-বুদ্ধি লুপ্ত হয়।

সিন্ধু-সংবাদ

সিন্ধু

নাহি কূল নাহি পার, সীমাহীন পারাবার,
অগাধ হৃদয়,
অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে আছাড়ি' পড়িছে রঙ্গে
বালু-বেলাময়।
ঊর্দ্ধে তার নীল নভ অনন্তের অনুভব
অসীম উদার,
নয়নের অভিরাম অসংখ্য তারকাদাম
কোটি নেত্র তার।
অনন্ত গগন-তলে সীমাহীন সিন্ধু-জলে
অনন্তের খেলা,
তারি মাঝে ক্ষুদ্র নর কাঁপে ক্ষুদ্র কলেবর
দাঁড়া'য়ে একেলা।

হে অনন্ত অম্বুনিধি! বিস্ময়-বিহ্বল হৃদি
ভাবিতেছি মনে :

তুমি অনন্তের ছায়া, আমি ক্ষুদ্র কীট-কায়া
কোন্ ক্ষুদ্র কোণে !
জানিনা জগতে কবে জনম লভিলে, ভবে
র'বে কত কাল,
জানি শুধু কীট সম জনম মরণ মম
সকাল বিকাল !
কত যুগ যুগ ধরি রয়েছ ধরারে ধরি'
মুষ্টির ভিতর,
এক্ষুদ্র পলক-প্রাণ কিসে তব পরিমাণ
ধরিবে সাগর ?

৩

ওহে নীল পারাবার ! যদিও এ দেহ ছার
অতি ক্ষুদ্রতম,
তথাপি এ তনু-কূলে যে অকূল হৃদি দুলে
সে যে সিন্ধু সম !
তোমারি মতন তথা উঠে উর্ম্মি যথা তথা
তীব্র কামনার,

ধরিয়া ভুজঙ্গ-ফণা গরজে তরঙ্গ নানা,
সংখ্যা নাহি তার।
তোমা হ'তে এক বিন্দু নহে ক্ষুদ্র হৃদি-সিন্ধু
বিপুল অকূল,
কি উদ্দাম গতি তার, অফুরন্ত ভঙ্গিমার
আদর্শ অতুল!
তাহে পুন তোরি মত এই আছে—এই হত
ভঙ্গুর লহর;
টুটে এক, উঠে আর, কে দিবে রে সীমা তার,
বিচিত্র প্রসর।

৪

তব জন্ম রত্নাকর! নহে জ্ঞান-অগোচর,
জানে ইতিহাস;
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা কবে কোনখানে
আমার বিকাশ।
যথা তব বক্ষ 'পরে ছুটিতেছে থরে থরে
বিক্ষুব্ধ লহর,

সেই মত পরে পরে জন্ম হ'তে জন্মান্তরে
ধাই নিরন্তর।
হয় ত আসিবে কাল তুমি যা'বে অন্তরাল
শুকাইবে নীর,
আমি কিন্তু কতবার ধরিব বাসনাগার
কামনা-শরীর।
কহি তাই হে জলধি! ও অশ্রান্ত নাদ যদি
থামে গো তোমার,
এ প্রাণের আর্ত্তনাদ নাহি পা'বে অবসাদ
না থামিবে আর।
অবিশ্রান্ত হুহুঙ্কার উঠিছে যে পারাবার!
তব উর্ম্মি-মুখে,
অশ্রান্ত লহর-মেলা খেলিতেছে ফেন-খেলা
নিরন্তর বুকে,
এ সকলি জানি সিন্ধু! অন্তরের নহে বিন্দু,
বহিরাবরণ,
বাহিরে অধীর অতি অশান্ত চঞ্চল গতি
নিত্য বিবর্ত্তন;

কিন্তু তব নীল সিন্ধু! অভ্যন্তরে নাহি বিন্দু
মৃদু আলোড়ন,
সেথা স্তব্ধ নীরবতা সেথা কান্ত প্রশান্ততা
সুপ্তি বিস্মরণ।
এ চিত্ত-পয়োধি মোর তেমনি গরজে ঘোর
বাহিরে কেবল,
মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় তরঙ্গ তার
করে কোলাহল।
কিন্তু সে সবার তলে সুষুপ্তির স্থির জলে
শান্ত অচঞ্চল
ঘুমায় আনন্দ-কন্দ নির্ব্বিকার নির্দ্বন্দ্ব
আত্মা নিরমল।
পাইলে সন্ধান তার আসা যাওয়া অনিবার
থেমে যা'বে মোর,
না রহিবে তুমি-আমি, না র'বে দিবস-যামী,
কেটে যা'বে ঘোর।

১১।১।১৯১০ পুরী

সিন্ধু-বালা

নীল নীল নীল ওই নীলিমার নীচে
ওই শুভ্র ফেণময় তরঙ্গের তলে
আছে কি বিচিত্র ভূমি ? সেথা কুতূহলে
অবদ্ধ কুন্তলদল উড়াইয়া পিছে
লাবণ্য-ললাম মরি জল-বালাগণ
রভসে করে কি কেলি ? তরঙ্গের মুখে
তাদের কি কলহাস্য, নূপুর-নিক্কন
শোনা যায় সিন্ধু-কূলে ? বুঝি লাস্য-সুখে
নীলাঞ্চল দুলে ঘন, তারি আন্দোলন
পড়ে চোখে ওই নীল স-লীল লহরে !
তথা বুঝি ধূলিময়ী ধরার মতন
নাহি রে বিষাদ-বিন্দু ? বিদ্রব অন্তরে
ভুঞ্জে বুঝি সিন্ধু-বালা অবিচ্ছিন্ন সুখ ?
প্রেমে নাই কাম-গন্ধ, সুখ মাঝে দুখ ?

কনারক

বিরলে বালুকা'পরে সারা বিভাবরী
দাঁড়াইয়া সিন্ধুকূলে অপূর্ব্ব সুন্দরী
কার যেন প্রতীক্ষায়, চাহি' প্রাচী পানে।
দীর্ঘ বপুঃ, কৃষ্ণ কেশ করিছে চুম্বন
পদ-প্রান্ত, বিজড়িত বিচিত্র বসন
কনকাঙ্গে। নাহি স্পন্দ সে দেহ-বিতানে,
পাষাণ-প্রতিমা যেন ধ্যান-নিমগন!—
সহসা কনক-চূর্ণ ছড়া'য়ে চৌদিকে
সিন্ধু-স্নাত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-রতন
উত্তোলিয়া কম্বু-গ্রীবা যেন অনিমিখে

পুরীর নিকটে সমুদ্রতীরে কনারক-মন্দির এরূপভাবে গঠিত যে প্রথম সূর্য্য-কিরণ মুক্ত সিংহদ্বার-পথে বিগ্রহ-শূন্য সিংহাসনের উপর সদ্যঃ পতিত হয়। প্রতি বৎসর মাঘীসপ্তমীতে এইস্থানে সূর্য্যোদয় দর্শনের জন্য বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

চাহিল সুন্দরী পানে সহস্র লোচনে।
বিপুলপুলকভরে রমণী তখন
নগ্নবক্ষ পাতি' শূন্য হৃদি-সিংহাসনে
সদ্যঃপাতি রশ্মিমালা করিল ধারণ।

২৪।১।১৯১০ পুরী

কনারক

২

এ কার কনক-রথ বিচিত্র সুন্দর
বিরাজে সাগর-কূলে পূরব প্রান্তরে
গগন-চুম্বিত-চূড় ? এখনো ঘর্ঘর
চতুর্ব্বিংশ চক্র তার বালুকা-চত্বরে

সূর্য্য-রথ নামে এই অপূর্ব্বকারুকুশল মন্দিরটি রথের আকারে গঠিত। নিম্নভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত বহুপদ্মকর্ণিকা; চতুষ্পার্শ্বে চব্বিশটি বৃহৎ প্রস্তর-চক্র; সম্মুখে গমনোদ্যত তুরঙ্গচয়, প্রতি তুরঙ্গের রশ্মি ধরিয়া এক একটি অরুণ-মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধে বিবিধ-বাদনরতা নারী-মূর্ত্তি; কোথাও বা বিলাস-লীলা। অভ্যন্তরে সিংহাসন মূর্ত্তিশূন্য।

তুলে নাই ; পাদমূলে এখনো ফোটেনি
শিশিরাক্ত পদ্মদল অর্দ্ধ-বিকশিত ;
অঙ্কে রাখি' বেণু বীণা মৃদঙ্গ ললিত
মূর্চ্ছনা তরুণী-কুল এখনো তোলেনি ;
কক্ষে কক্ষে কেলি-পরা রতি-কুশলিনী ;
অরুণ-চালিত মরি দৃপ্ত তুরঙ্গিনী
সমুদ্যত যাত্রা তরে শূন্যে তুলি' খুর।—
প্রভাতে আসিবে যেই রথী সুচতুর
শূন্য সিংহাসনে, বুঝি অমনি সে রথ
ছুটিবে ঘর্ঘর-নাদে পূর্ণ-মনোরথ !

২১।১।১৯১০ পুরী



কনারক

৩

অব্যক্ত কারণ-কায় সিন্ধু-গর্ভ হ'তে
সমুত্থিত দেহ-রথ অধিষ্ঠিত মরি
চতুর্ব্বিংশ-তত্ত্বরূপী চক্রের উপর ;
ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গচয় বিষয়-জগতে
টানিয়া লইতে চাহে ; মনো-রশ্মি ধরি'
সংযত করিছে সবে সারথি সুন্দর
বুদ্ধি-নামা। মরি ! মরি ! মূলাধারে তার
কমল-কর্ণিকা কত বিকাশ-উন্মুখ ;
সে রথের মধ্যভাগে কক্ষে কক্ষে কত
কামনা-সুন্দরী সনে কাম সুকুমার

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়নাহুর্বিষয়ান্ তেষু গোচরাণ।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

বিবিধ বিলাস-রত ; ভকতি-প্রমুখ
শান্তি প্রীতি ভাব-নারী যন্ত্র নানা মত
চাহে প্রেমে মুখরিতে। শূন্য সিংহাসন ;—
কবে তাহে আত্ম-ভানু দিবে দরশন ?

২১।১।১৯১০ পুরী

সিন্ধু ও শম্ভু

শ্রীক্ষেত্রে

নহে ত সাগর,— ও যে দিগম্বর
সতীহারা ভোলানাথ ;
শোকেতে পাগর, বিরহে কাতর,
নেত্রে বহে ধারা-পাত।
গগন বিশাল পরশয়ে ভাল,
জটাজূট বিলম্বিত ;
ও নহে তরঙ্গ,— গরজে ভুজঙ্গ
কটি-কণ্ঠে শত শত।

নহে সিন্ধু-নাদ,— বম্ বম্ বাদ
ঘন ঘন ঘোর রোল ;
কভু করতাল, কভু বাজে গাল,
নাচে ভোলা উতরোল।
নহে সিন্ধু-গতি,— পাগলের মতি
মাতালের পারা চলে,
যে'তে যে'তে চায়, থমকি' দাঁড়ায়,
যে'তে পুন পড়ে ঢলে' !

২

ভোলারে ভুলা'য়ে সতীরে লুকা'য়ে
কোথায় রেখেছ হরি ?
তাই তব দ্বারে যাচে সে তাহারে
কিবা দিবা বিভাবরী।
হাঁকিছে ঈশান ডাকিছে বিষাণ
"দেহ, দেহ জগন্নাথ !"
বহে ঘন ঘন প্রলয়-পবন
নাসায় নিশ্বাস-বাত।

তোমার হৃদয় সতীর আলয়,
সদসদতীত তুমি,
কর নিরবাণ সে চির শ্মশান
হর-হৃদি-চিন্তা-ভূমি।

১১।১।১৯১০ পুরী

সিন্ধু ও জগন্নাথ

[শ্রীক্ষেত্রে]

১

তুলিয়া সহস্র বাহু ঘন আলিঙ্গনে
একে চায় করিতে বন্ধন,
অন্যে তা'য় দূর হ'তে বাহু-উত্তোলনে
বার বার করে নিবারণ।
লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে
উদ্বেলিত একের হৃদয়,
লক্ষ্য-হীন নিশ্চিন্ততা নির্ম্মমতা সাথে
অন্য হৃদে হয়েছে উদয়।

২

কোটি কণ্ঠে একে কারে করিছে আহ্বান
অবিরল কল-কোলাহলে,
অপরে পাইয়া যেন কাহার সন্ধান
মৌনী মুখে রয়েছে বিরলে।
একে চায় আপনারে দিতে বিসর্জ্জন
অপরের বাঞ্ছিত চরণে,
অন্যে শুধু আপনাতে রহিয়া মগন
আত্ম-রতি সাধে সঙ্গোপনে।

৩

ক্ষুব্ধ লুব্ধ মায়া-মুগ্ধ প্রকৃতি-প্রতিমা
এক ওই সিন্ধু পাগলিনী,
অপরে তাহারি দ্বারে প্রকট-মহিমা
জ্ঞান-ঘন জগন্নাথ যিনি।

১১।১।১৯১০ পুরী

সিন্ধু-সংকীৰ্ত্তন

[শ্রীক্ষেত্রে]

নগরীর উপকণ্ঠে সহস্র তরঙ্গ-কণ্ঠে
উঠে হরি-নাম,
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষা নাহি দিবা নাহি নিশা
নাহিক বিরাম।
মুরজ মৃদঙ্গ ঘন বাজিতেছে অনুক্ষণ
মহাশূন্য ভরি',
ভাবাবেশে বালুতটে আনন্দে পড়িছে লুটে'
ভক্তগণ মরি!
সে পবিত্র সংকীৰ্ত্তন শুনিবারে দেবগণ
আসে 'স্বর্গ-দ্বারে',
সে সুধা করিতে পান বিরাজেন ভগবান
মন্দির মাঝারে।

১৪।১।১৯১০ পুরী

পুরীতে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বার নামে মহাশ্মশান। সেখানে বহু ভক্ত মহাজনের ধ্যান-ভূমি ও সমাধি-মন্দির।

সিন্ধু-মাতা

ও মা ! তোর পা দুখানি লাল টুক্‌টুক্
আঁকিয়া রেখেছে বুকে এ ক্ষুদ্র ঝিনুক।
ওই যে রে উচ্ছ্বসিত ফেণিল লহর,
ও যে তোর সুধাভরা পীন পয়োধর।
ওই যে নীরদ-পুঞ্জ রচে ইন্দ্রজাল,
ও ত মা ! তোমারি ঘন কৃষ্ণ কেশজাল।
ওই নীর-নীলিমতা অতি নিরমল,
তোমার নয়ন-রুচি নেহারি কেবল।
ওই যে মা ! রুণু রুণু ধ্বনি অনুক্ষণ,
ও তোমারি চরণের নূপুর-শিঞ্জন।
ওই যে মা ! অন্তহীন সলিল-প্রসার,
অসীম অগাধ ও যে স্নেহ মা তোমার।
ঝক্‌ঝক্ করিতেছে রবি-করে বারি,
সে ত মা ! তোমারি হাসি—ভুলিতে না পারি !

২০।১১।১৯১০ পুরী

পুরীর সমুদ্র-তীরে এক প্রকার ঝিনুক পাওয়া যায় যাহার বক্ষে ক্ষুদ্র পাদ-পদ্মাঙ্কন দৃষ্ট হয়।

ঋতু-মঙ্গল

যৌবন ও জরা

১

কবিতার কুঞ্জবনে কল্পনার মলয়-পবন
ভাব-পুষ্প মাঝে পশি' তুলিত রে মৃদুল কম্পন,
আশা-অলি পুষ্প-মুখে মধুপান করিত কেমন
বক্ষে তার বসি'।
প্রকৃতির সনে কিবা খেলিত রে তরুণ হৃদয়,
নবীন তরণী সম অতিক্রমি' নদনদীচয়
ছুটিত বারিধি মাঝে ঝঞ্ঝাবাতে নাহি করি' ভয়
কৌতুকে বিলসি'।
শৈল হ'তে শৈলান্তরে মৃগ সম করিত ভ্রমণ,
উধাও উড়িত শূন্যে লঘু-পক্ষ বিহঙ্গ মতন,
বিজলির হার গলে মেঘ-অঙ্কে করিত শয়ন
ললিত বিহসি'।
তুলিত তারার ফুল নভ-রাণী সুধাংশু যখন,
প্রেম নিজে নারী-দেহ ধরাতলে করিয়া ধারণ
শরীরিণী জ্যো'স্না সম মৃদু পদে করিত ভ্রমণ
কুঞ্জ-বনে পশি'।

২

দেখিতে দেখিতে হায় ! ভেঙে’গেল সুখের স্বপন,
সহসা থামিয়া গেল কুঞ্জ-বনে মলয়-পবন,
ভাব-পুষ্প পরিহরি’ ভৃঙ্গ দূরে করিল গমন
গুঞ্জরণ ভুলি’ ;
প্রেম-পরী গেল উড়ি’ পক্ষ দুটি করিয়া বিস্তার,
আর নাহি পশে কানে মৃদু তার নূপুর-ঝঙ্কার,
দেখিতে দেখিতে মরি পুঞ্জীভূত গগন মাঝার
কৃষ্ণ মেঘগুলি ;
যৌবনের ক্ষিপ্র গতি মন্থরিল জরার পরশে,
শ্লথ-বৃন্ত পদ্ম-দল বিলুণ্ঠিল মানস-সরসে,
মৃত্যু-ভূমি হ’তে বায়ু প্রবাহিয়া বিশীর্ণ উরসে
দিল কম্প তুলি’ ;
চিরসুখালয় বলি’ ছিল জ্ঞান বিপুলা ধরণী,
ক্ষণিক সে সুখ এবে লয় মনে দিবস রজনী,
রবি শশী আলোহীন, অন্ধকার মরমের খনি,
চিরতরে নিভে বুঝি সে গহ্বরে সুখ-সাধ-মণি
ঘুমঘোরে ঢুলি’ !

৩

পুষ্পময়ী ধরণীর মধু-গন্ধ বসন্ত-যৌবন
সর্ব্ব দেহে জাগাইয়া আনন্দের পুলক-কম্পন
ধীরে ধীরে হয় লীন, নিদাঘের আতপ-কিরণ
দগ্ধ করে যবে ;
বরষা-পীড়িত ধরা কাঁদে কত তিতি' অশ্রুনীরে,
শরতে শঙ্কিত-হিয়া থাকে শু'য়ে নিরাশা-তিমিরে,
শীত-জরা-পরশনে জড়সড় কাঁপে সে শিশিরে
একান্তে নীরবে।
কিন্তু হের দিনে দিনে সে জড়তা যায় ধীরে টুটি',
বসন্ত-যৌবন চারু দেহে তার উঠে পুন ফুটি,'
আনন্দ-তরঙ্গগুলি পদতলে পড়ে কিবা লুটি'
পূর্ণিত বৈভবে ;
সেই মত এ জরার অবসানে মরণের পার
জরা-জীর্ণ এই চিত সঞ্জীবিত হ'বে কি আবার ?
নবীন বসন্ত পুন হৃদি মাঝে ফিরিবে কি আর
আপন গৌরবে ?

৭।৫।১৯০৫ বসিরহাট

কাল-বৈশাখী

১

দুরন্ত মধ্যাহ্ন-তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত ধরণী যখন
রুধি' শ্বাস এক পাশ রহে পড়ি' শিথিল-বসন
হ'য়ে তন্দ্রাতুর,
কে তুমি সহসা আসি' নভ-পটে চঞ্চল-চরণ
কি উদ্দাম বেগ ভরে তোলপাড় করিয়া গগন
পশিয়া নীরদ-কণ্ঠে তুলি' সান্দ্র গভীর গর্জ্জন
উড়াইয়া ধূলিরাশি পত্রদলে তুলিয়া ঘূর্ণন
এস মর্ত্ত্যপুর ?

২

তব স্পর্শে পুলকিত কণ্টকিত পৃথ্বী-কলেবর,
তট-প্রান্তে আছাড়িয়া পড়ে কত প্রমত্ত লহর
মহোল্লাস ভরে ;
অকস্মাৎ লভি' তব অশরীরী গাঢ় আলিঙ্গন
কি এক অজ্ঞাত সুখে সিন্ধু-বক্ষ কাঁপে অনুক্ষণ,

অবিদিত হর্ষ ভরে ঊর্দ্ধ-বাহু নাচে তরুগণ,
সে নর্ত্তন-মাদকতা পান করি' উনমত্ত মন
মরত পাশরে !

৩

হে অদম্য ! হে চঞ্চল ! ওহে কাল-বৈশাখী পবন !
অদম্য চঞ্চল কত চিত্ত মম তোমারি মতন
সতত উধাও ;
আমারে উড়া'য়ে লহ বৃন্ত-চ্যুত ওই পত্র প্রায়
ধরা হ'তে দূরে দূরে মাতাইয়া উন্মদ নেশায়
যথা তব অশরীরী পরশন লভি' সারা গায়
মেঘ-ঊর্ম্মি ধায় বেগে ; পদ-লগ্ন নূপুরের প্রায়
বারেক নাচাও !

৪

কর মোরে তূর্য্য তব ; অপার্থিব ভাবে ভরি' হিয়া
পশি' কণ্ঠে তুল তাহে মন্দ্র তব ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া
প্রলয়-পূরিত ;
গিরি-শৃঙ্গে তরুশীর্ষে অম্বুধির তরঙ্গিত বুকে
হে রুদ্র ! তাণ্ডব তব ধায় যবে প্রলয়ে রমুখে,

এ মম বিষাণ-কণ্ঠে উরি' নিজে ভীষণ কৌতুকে
তুলহ ওঙ্কার-ধ্বনি, বিশ্ব যাহে ভূমানন্দ সুখে
হইবে মজ্জিত !

৭।৪।১৯০৫ বসিরহাট

ভানু-মৃণালিনী

১

অবনীর নিভৃত নিলয়ে
সুপ্ত শান্ত সুষমা-সরসী,
ঘুমাইছে লাবণ্য-মৃণালে
মৃণালিনী কলিকা রূপসী
সুনির্ম্মল সুবিশদ বারি
জোছনায় কিবা ঢলঢল,
বীচিমালা মন্থর পবনে
তট-প্রান্তে করে ছলছল্ ।
পূর্ণ শশী নামি' ধরাতলে

স্নেহ-সিক্ত কৌমুদীর কর
অফুটন্ত ফুলের বদনে
বুলা'তেছে করিয়া আদর।
জলে উলি' তারা-ফুল কটি
সোহাগেতে সোদরার স্নেহে
পড়িতেছে ঈষত ঢলিয়া
ঘুমন্ত সে মৃণালিনী-দেহে।
শুভ্র তনু জলদ-কুমারী
সখীভাবে চে'য়ে আছে মুখে,
স্বপ্ন-হীন সুপ্তির মাঝারে
শু'য়ে আছে মৃণালিনী সুখে।

২

আঁখি-পাতা ঘুমে ঢুলুঢুল
দলগুলি মুদিত বালার,
মুকুলিত হৃদয়-কোরকে
হয় নাই মধু'র সঞ্চার।
মধুলোভী মধুপের দল

তুলেনাই মৃদু গুঞ্জরণ,
মরমের গোপন সৌরভ
বহেনাই মুগ্ধ সমীরণ।
ফুল-বালা আপনার মাঝে
নিমগনা আছিল আপনি,
পশেনাই হৃদয়ে তাহার
অপরের হৃদি-প্রতিধ্বনি।
অকস্মাৎ শুভ ব্রহ্ম-পলে
কোথা হ'তে ঝঙ্কারিল পিক্,
তরুণ সে অরুণ-পরশে
আলোকে পূরিল দশদিক্।
শশি-কলা অতি ধীরে ধীরে
অস্ত গেল পশ্চিম গগনে,
প্রাচী-মূলে ফোটা ফুল সম
ভানু আসি' উদিল কিরণে।
কুহুধ্বনি পশিয়া মরমে
ভাঙে ঘুম নলিনী-বালার,
আঁখি তুলি' আকাশের পানে

সবিস্ময়ে চাহে বারবার।
শুভ-দৃষ্টি নয়নে নয়নে
প্রাণে প্রাণে হইল মিলন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সে শুভ-মুহূর্ত্তে
হ'য়ে গেল প্রণয়-বন্ধন।
চেলাঞ্চলে উষা সুহাসিনী
বর তনু যতনে আবরি'
বর বধূ করিতে বরণ
ডালা ল'য়ে এল ত্বরা করি'।
কুল-বালা কল্লোলিনী-কুল
উলু দিল মৃদু কুলু রবে,
বাজাইল মঙ্গল-বাদন
মুক্ত-কণ্ঠ মধুকর সবে।
কিরণের হেম-মালাখানি
ভানু নিজে দিল বধূ-গলে,
সুখ ভরে সরমে সঙ্কোচে
কাঁপিল সে মৃণালিনী জলে।
নৃত্য করে ঊর্ম্মিবালা সবে

হাতে হাতে ধরি' পরস্পরে,
অন্তরালে নাচে তালে তালে
মত্ত বায়ু হরষের ভরে।

৩

ধীরে ধীরে ভানুর কিরণে
মৃণালীর ফুটিল হৃদয়,
বাসনার শত দল তার
বিকাশিল নবীন প্রণয়।
প্রাণখানি প্রেম-মধু ভরে
মরি কিবা করে টলমল,
সারা গায় অনুরাগ-জ্যোতি
বিলসিত উজল বিমল।
যৌবনের ভরা দ্বিপ্রহরে
ফুটন্ত সে নলিনী সুন্দরী
আকাশের অতি ঊর্দ্ধ পানে
আত্ম-হারা আপনা পাশরি'
সূর্য্য-মুখী হ'য়ে যবে বালা
চে'য়ে রয় তৃষিত নয়নে,

পতি তার প্রতিবিম্ব-ছলে
ধরে তারে হৃদয়ে গোপনে।
উদ্ভাসিত সরোবর-নীরে
সে মিলন ভানু-নলিনীর,
মৃণাল-কিরণ-ভুজ-পাশে
বাঁধাবাঁধি মধুর নিবিড়,
গাহে কবি অতি ভয়ে ভয়ে
ভাবি' মনে বিরহের কাল,
বরষার ঝঞ্ঝা বেগময়ী,
অন্ধকার, কৃষ্ণ মেঘজাল।
মেঘ যদি ঢাকে রবি-মুখ
ফাটে বুক নলিনীবালার,
চে'য়ে চে'য়ে মহাশূন্য পানে
ম্লানমুখী ঢালে অশ্রুধার।
টুটে যবে সে দুখ-কালিমা,
ফুটে হাসি অমনি বদনে,
ভানু পুন সে নয়ন-নীর
চুমি' চুমি' মুছায় যতনে।

এই রূপে কত সুখে দুখে
মিলন বিরহ আশঙ্কায়
দম্পতীর প্রণয়-জীবন
কেটে' যায় প্রেমের খেলায়।

৪

তার পর সবিষাদে যবে
বহিবে সায়াহ্ন-সমীরণ,
দেবালয়ে গোধূলি-সময়ে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজিবে যখন,
হর্ষ-গান না হইতে শেষ
থেমে' যা'বে মধুপ-ঝঙ্কার,
জীবনের সুখ-দুখ-মালা
হারাইবে গ্রন্থি আপনার,
ক্ষীণ ক্রমে হ'বে খর তাপ,
স্তব্ধ র'বে ক্ষুব্ধ সরোবর,
বিষাদের সুকরুণ সুরে
তট-প্রান্তে লুটা'বে লহর,

প্রতীচির শ্যাম অঙ্কে ঢুলি'
ভানু যবে গুটা'য়ে কিরণ
ছিন্ন করি' মায়া-তন্তু হায়
অস্তাচলে করিবে গমন,
ছুটি' আসি' সাঁঝের তিমির
আবরিবে ধরণীর কায়া,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যবে
ঘনাইবে মরণের ছায়া,
সেই ক্ষণে জান কি গো কবি,
কি হইবে নলিনী-বালার ?
মিলনের সে বিরহ-কালে
কিবা দশা হেরিবে তাহার ?

৫

সতী কোথা পতির বিহনে
মুহূর্ত্তেক ধরে গো জীবন ?
দল গুলি একে একে তার
ধীরে ধীরে ঝরিবে তখন।

যেই সন্ধ্যা তিতি' অশ্রুনীরে
দিবাকরে দিবে গো বিদায়,
সেই সন্ধ্যা দিবে বিসর্জ্জন
সরোনীরে নলিনীরে হায় !

* * *

৬

কিন্তু জেনো প্রেমের মিলনে
বিরহ সে কভু নহে স্থির,
রূপান্তরে কুমুদী চন্দ্রমা
হ'বে দেখা ভানু-নলিনীর !

৫।৬।১৯০৩ বসিরহাট

নিদাঘ

[ঋতু-সংহার অবলম্বনে]

১

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর বিকীরিয়া নিরন্তর
দগ্ধ করি' ধরণীর কাতর হৃদয়
পুন নিশাগমে মরি ! সুধা-স্পর্শে তাপ হরি'
ভীম কান্ত রূপ ধরি' নিদাঘ উদয়।

২

দীর্ঘ শ্বাস ঘন ঘন, বহে তপ্ত সমীরণ,
রবির অনল-তাপে তাপিতা অবনী ;
বিলুণ্ঠিত ধূলি-ভারে, নয়ন মেলিতে নারে,
যেন রে বিরহ-দগ্ধ পথিক-রমণী !

৩

মৃগ-যূথ তপ্ত-কায় শুষ্ক-তালু পিপাসায়
সহসা দলিতাঞ্জন-মেঘ-দরশনে

সর-ভ্রমে বার বার তুলে ঊর্দ্ধে নেত্র-তার,
হেরি' তা' হাসিছে রবি বসিয়া গগনে !

৪

ভানুর ময়ূখ-মালে অন্ধ আঁখি, ধূলি-জালে
বিকল-ধূসর-অঙ্গ ভুজঙ্গ নিচয়
নিম্ন মুখ বক্রগতি কাতরে শ্বসিয়া অতি
ময়ূরের পুচ্ছতলে নিতেছে আশ্রয়।

৫

বিপুল পিয়াসে অতি শ্বসিতেছে পশুপতি,
বিলোল রসনা, বহু বিস্তৃত বদন,
কাঁপিতেছে অগ্র কেশ, ভুলেছে কি হিংসা দ্বেষ ?
বিচরে অদূরে তার নিঃশঙ্ক বারণ।

৬

শুষ্ক কর্দ্দমিত সরঃ খুঁড়ি' শৃঙ্গে নিরন্তর
রবির কিরণ-দগ্ধ মহিষ-নিকর
বুঝি শীতলিতে কায় পাতালে পশিতে চায়
ছাড়ি' ধরা-মরুভূমি ময়ূখ-কাতর।

৭

মার্ত্তণ্ডের খর করে অধীর মণ্ডূক সরে

পরিহরি' লম্ফভরে পঙ্কময় জল

শীতলিতে কলেবর লভিছে প্রান্তর 'পর

তৃষাতুর ভুজঙ্গের শীত ফণা-তল।

৮

গজরাজি সরোবরে নিপীড়িয়া পরস্পরে

কর্দ্দমিত কলেবর করিছে মর্দ্দন,

পলায় বিপন্ন মীন, সারস সাহস-হীন,

পদ্মের মৃণালপুঞ্জ পুলিনে বর্ষণ।

৯

তাম্ররুচি দাবানল উঠে জ্বলি' জ্বলজ্বল

সহসা শাল্মলী-বনে পর্ব্বত-কন্দরে,

পুড়ে ঘন বন তায়, কুরঙ্গ না পথ পায়,

বিহঙ্গ কুলায় ছাড়ি' লুকায় অম্বরে।

১০

মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র কত পরিহরি' বন-পথ

দাবাগ্নি-তাপিত দেহে মিলি' পরস্পরে

অবতরি' হ্রদ-জলে অবগাহে দলে দলে,
সন্তরণে স্থির নীর তোলপাড় করে।

১১

প্রতি অঙ্গ-সন্ধি 'পরে অবিরল স্বেদ ঝরে,
তরুণী প্রদোষ-স্নাতা ছাড়ি' গুরুবাস
পরে কনকাঙ্গ 'পরি সুচিকণ নীলাম্বরী,
স্বেদ-সিক্ত বাস ভেদি' ফুটে রূপ-রাশ।

১২

অলক্তে রঞ্জিত করি' চরণে নূপুর পরি'
হংস-গতি অনুকরি' চলে নিতম্বিনী,
প্রতি পদক্ষেপে তার তুলিতেছে বার বার
তরঙ্গ তরুণ-হৃদে মন্থর-গামিনী।

১৩

সস্মিত কটাক্ষ হানি' শশি-মুখী সন্ধ্যা-রাণী
প্রেম উদ্দীপন করে প্রবাসীর মনে,
কে জানে কিসের লাগি' ভোলা কথা উঠে জাগি'
স্মৃতির দুয়ার খুলি' গোপন মরমে।

১৪

মুক্ত বাতায়ন-তলে ঘুম-ঘোরে পড়ে ঢলে'
শ্রান্ত ক্লান্ত রূপসীর আনন সুন্দর,
নেহারি' তা' নভ-শশী নিশি-শেষে মাখি' মসী
সরমে ডুবিতে চায় সিন্ধুর ভিতর !

১৫

আজি এ নিদাঘ-রাতে চাঁদ যবে জাগে মাথে,
পাটল-কুসুম-গন্ধ বহে সমীরণ,
সাধ যায় প্রেয়সিরে ! তোমার প্রেমের নীরে
স্নিগ্ধ হৃদি-সরোবরে করিতে গাহন ।

১৭।১।১৯০০ জলপাইগুড়ী



বর্ষা

ওই আসে বর্ষা-রাণী আরোহিয়া নীর-গর্ভ
নীরদ-কুঞ্জর ;
বিদ্যুৎ-পতাকা উড়ে, গম্ভীরে অশনি-শঙ্খ
বাজে নিরন্তর।

২

নীলনীলোৎপল-বিভা দলিত অঞ্জন-নিভা
নব মেঘমালা
সগর্ভা ধরার যেন ধরি' পয়োধর-প্রভা
নভোময় ঢালা।

৩

তৃষিত চাতক তরে বরষি' করুণাধারা
সুমন্দ-চরণ
তোয়-ভার-নত ঘন গুরু মন্দ্র-ধ্বনি তুলি'
করিছে গমন।

৪

নীর-পূর্ণ নীল মেঘে কি বিচিত্র ইন্দ্রধনু
রচে ইন্দ্রজাল ;
পবন-বিধূত মরি গন্ধর্ব্ব-নগরী যেন
শোভে নভ-ভাল ।

৫

অম্বুদ-চুম্বিত চারু পুষ্পময় অচলের
উপলে উপলে
বর্ষা-উচ্ছ্বসিত প্রাণে নাচিছে নির্ঝর-বালা,
নাচে শিখিদলে ।

৬

বরষা-পবন মন্দ কদম্ব-কেতকী-গন্ধ
আনিছে বহিয়া ;
শীতল পরশে তার পুলকিত প্রাণ কার
উঠে না কাঁপিয়া ?

৭

নবীন নীরদ-স্বনে মুহুর্মুহু হুঙ্কারিছে
বনের বারণ,

মদ-বারি-লোভে অলি বিপুল কপোল চুমি'
করে গুঞ্জরণ।

৮

মধু ভরে টলটল ছাড়ি' ফুল্ল উতপল
মুগ্ধ মধুকর
ধাইছে নলিনী-ভ্রমে নৃত্যপরা ময়ূরীর
কলাপ উপর।

৯

আয়ত বিলোল ভীত কুরঙ্গীর চমকিত
নেত্র-কুবলয়
কাননে তটিনী-তটে নেহারি' স্বপন-ভ্রমে
আকুল হৃদয়।

১০

মেঘনাদে বিভীষণা বিভাবরী তমোময়ী
ঘন মেঘভারে,
চমকে চপলা, তায় পথ হেরি' প্রেমময়ী
চলে অভিসারে।

১১

চকিতা তড়িদালোকে ভীতা নারী জলদের
ভীম গরজনে,
অভিমান-অভিনয় ভুলি' বাঁধে বাহু-পাশে
অপরাধী জনে।

১২

দূরে ফেলি' ফুলমালা কাঁদে বিরহিণী বালা
দূর-প্রবাসীর,
চারু বিম্বাধর তার সিক্ত করে অনিবার
নয়নের নীর।

১৩

প্রদোষে পয়োদ-মন্দ্রে প্রমদা পুলকাকুলা
মাখি' অঙ্গে অগুরু-চন্দন
সুরভিত করি' কেশ কুসুমিত করি' বেশ
শয্যা-গৃহে করিছে গমন।

১৪

বরষায় রাগ-ভরে রমণী নিতম্ব 'পরে
এলা'য়ে দিয়েছে কেশ-ভার,

সাজিয়াছে ফুল-সাজে, ফুল-মালা বক্ষ 'পরে
ভাব ভরে দোলে অনিবার।

১৫

কদম্ব করবী আর বকুলের গাঁথি' হার
পুর-নারী পরিছে মাথায়,
ককুভ-মঞ্জরী দিয়ে কর্ণ-ভূষা বিরচিয়ে
কর্ণ-মূলে দোদুল দুলায়।

১৬

রূপসী যতন করি' সাজিছে ভূষণে মরি,
নীলাম্বরী নিতম্বে জড়িত;
উজ্জল মেখলা ধরে কনক-জঘন 'পরে,
স্বেদবিন্দু ললাটে সঞ্চিত।

১৭

অমনি রূপসী আজি সাজিয়াছে বর্ষা-রাণী,
নীল মেঘে অঙ্গ আবরিত;
ক্ষীণ তার কটি-তটে ইন্দ্রধনু কাঞ্চী রটে,
পদে নদী নূপুর ঝঙ্কৃত।

১৮

চলে দ্রুত সিন্ধুপানে অধীরা আবেগময়ী
ত্রস্ত পদে সৈকত-বাহিনী
তট-তরু উপাড়িয়া,— নিশীথে নাথের লাগি'
ধায় যথা প্রেম-পাগলিনী।

১৯

এ চারু বরষা প্রিয়ে! অতি প্রিয় কামিনীর,
প্রিয় সখী তরুলতিকার,
ঢালুক্ হৃদয়ে তব শুষ্ক-তরু-সঞ্জীবনী
স্নিগ্ধ তা'র মাধুরী-সম্ভার।

১।৬।১৮৯৯ জলপাইগুড়ী



শরৎ

রমণীর রূপ ধরি' কাশ-পুষ্প-বাস পরি'
নব বধূটির মত আসিল শরৎ ;
মুখ-পদ্ম শুভ্র শুচি, পক্কশালি তনু-রুচি,
হংস-নূপুরের রবে পূরিল জগৎ।

২

কেতকী-ধুস্তূরবতী ধরণী ধবলা অতি,
রজত-রজনী ধরে সুধাংশু-কিরণ,
শ্বেত হংস নদী-কোলে, সরসে কুমুদী দোলে,
মালতীর মালা গলে হাসে উপবন।

৩

সমদা প্রমদা প্রায় নদী মৃদু বহি' যায়
পুলিন-নিতম্ব-ভারে মন্থর-গামিনী,
শফরী মেখলা তার, গলে হংসমালা হার,
বেতস কুন্তল-ভার, অঙ্গতরঙ্গিনী।

৪

রজত মৃণাল শঙ্খ সম শুভ্র মেঘ-সংঘ,
সলিল-বর্ষণ-লঘু, পবন-চঞ্চল ;
সে' ক্ষীণ বসন খানি মুখ-ইন্দু 'পরে টানি'
সরমে শরত-বধূ গুটায় অঞ্চল।

৫

মর্দ্দিত-অঞ্জন-কান্তি নভ হেরি' আসে ভ্রান্তি
দূরবাসী প্রবাসীর মরম ভিতর ;
শেফালীর শুভ্র হাসে কার হাসি মনে আসে,
ধরণী কমলময়ী মরি কি সুন্দর !

৬

আকুল করিছে মহী সুমন্দ পবন বহি'
পুষ্পভার-নত শাখে মধুপ-ঝঙ্কার,
মধু'র পিয়াসে অলি ফুটাইছে ফুল-কলি,
প্রিয়া-বিরহিত চিতে জনমে বিকার।

৭

মেঘ-গুণ্ঠ মুক্ত করি' চন্দ্রমুখী বিভাবরী
জোছনা-দুকুল পরি' করে ঝলমল,

কণ্ঠেতে তারার মালা মরি কি রূপসী বালা
বিকচ যৌবন-রসে করে টল টল।

৮

নয়ন-উৎসব চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
অঙ্গনা-হরিণী ধরে মুগ্ধ তৃষাতুর,
অমৃত-গরল-ঢালা বরষি' মরীচিমালা
বধিছে অবলা বালা বিরহ-বিধুর।

৯

নদীর তরঙ্গ-বুকে রাজহংস ডুবে সুখে,
তটে তার কলহংস সারস বিহরে,
পবন বাজায় বেণু, উড়ায় পদ্মের রেণু,
ছড়ায় সৈকতময়, তটিনী-লহরে।

১০

তুলিয়া ধবল গ্রীবা গরবী মরাল কিবা
কমল-মৃণাল-আশে ভাসে সরোবরে ;
সুরভি পরাগ-চূর্ণ কম্র তনু করে পূর্ণ,
মৃণালিনী জল মাঝে কাঁপে থরথরে।

১১

নব কুরুবক পুঞ্জ মধুর করিছে কুঞ্জ,
শাখে শাখে পাখী তুলে ললিত ঝঙ্কার ;
কুরঙ্গ-নয়ন মত ফুটি' ইন্দীবর কত
আকুল করিছে চিত বিরহী যুবার।

১২

প্রভাতের সমীরণ কেতকী-কহ্লারবন
পরশি' সুরভি শীত বহে অনুকুল,
পত্রান্তে শিশির-কণা হরিয়া হরষ-মনা
পশিছে মরম-কোণে মৃদুল মৃদুল।

১৩

নারীর ললিত গতি অনুকরে হংস-পতি,
ফুল্ল কোকনদ-রাগ চারু চন্দ্রানন,
নীলোৎপল সরোবরে কিবা নেত্র-রুচি ধরে,
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ মৃদু করিছে হরণ।

১৪

পুষ্পভার-অবনতা ধরিয়াছে শ্যামালতা
শ্যামার বাহুর শোভা স-লীল সুন্দর,

শুভ্রচন্দ্র-করোজ্জ্বল অশোক-কুসুমদল
স্মিত-বিম্বাধর-শোভা ধরে মনোহর।

১৫

এ সুখ-শরৎ-কালে নক্ষত্র-খচিত জালে
রজনী কবরী তার করে বিজড়িত;
হীন-পঙ্ক সরোজল, জ্যো'স্না-নদী নিরমল
নভ-বুকে ধীরে ধীরে হয় প্রবাহিত।

১৬

মিলন-চঞ্চলা বালা সচন্দন যূথি-মালা
গলে পরি,' করে ধরি,' চলে অভিসারে;
রজনীগন্ধার হার কটি-তটে শোভে তার,
মুখর নূপুর লাজে চাহে খুলিবারে।

১৭

প্রমদা-বদন 'পর চন্দ্র-কান্তি মনোহর,
মৃদু হংস-রব রাখি' মঞ্জীর-গুঞ্জরে,
বন্ধুক-কুসুম-রুচি রক্ত বিম্বাধরে মুছি'
নীরবে শারদ শোভা ধীরে অপসরে।

১৮

শারদী পূজার তরে হৃদি-সিংহাসন 'পরে
যে প্রেম-প্রতিমাখানি গড়িনু যতনে,
সে কি রে অমনি করে' বিজয়া-দশমী-ভোরে
বিদায় মাগিবে হায় সজল নয়নে ?

২।৮।১৯০০ জলপাইগুড়ী

হেমন্ত

হের প্রিয়তমে ! মন্থর চরণে
নামিছে ধরায় হেমন্ত-র
মুক্তা-শিশিরে করে ঝলমল
কানন কনক-কাঁচলি খানি ।
শালি-শীষ 'পর খেলিছে লহর
লুটিছে মৃদুল আঁচল কিবা,
আ মরি লোহিত লোধ বিকসিত,
যেন বিহসিত অধর-বিভা !

২

রূপসী সরসী চারু হংস-হার
ধরি' গলে কিবা রয়েছে থির ;
বিকচ কমল মাতায় মধুপে,
ঝির ঝির বহে রূপের নীর।
লুটে ক্ষীণ-কটি প্রশান্ত তটিনী
হরষে রভসে তটের গায়,
পতির হৃদয়ে প্রেম-সোহাগিনী
ভুলি' লাজ যেন জড়া'য়ে যায়।

৩

এ কালে প্রমদা আর নাহি ধরে
হিম-পরশন মতির হার,
আর অনুরাগে না মাখে কুঙ্কুম,
না পরে চিকন দুকুল আর।
কাঞ্চন-গঠিত কাঞ্চী খুলি' লয়
কটি-তট হ'তে কামিনীকুল,
মুখর মধুর না পরে নূপুর,
কাঁপে হিমবাতে চাঁচর চুল।

৪

প্রেমোৎসব তরে চারু মলয়জে
করে সুরভিত উরস তার,
মুখ-পদ্ম 'পরে রচে পত্ররেখা,
ধূপ-আমোদিত চিকুরভার।
যৌবনের ভরে অবনত-দেহা
নিবিড়কুন্তলা তরুণী বালা
কবরী হইতে রাখিছে খুলিয়া
গত রজনীর মথিত মালা।

৫

বাঁধিবারে বেণী ধরে টানি' করে
রাশি রাশি রাশি লুলিত কেশ,
নয়নের কোণ হ'তেছে কুঞ্চিত
পরিছে রমণী শয়ন-বেশ।
প্রদোষ-আলোকে বসি' এক মনে
বদন-কমল মুকুরে ধরি'
মুছিয়া আঁচলে পরিছে বিরলে
সিঁদুর সীঁথিতে ললাট 'পরি।

৬

চম্পক-অঙ্গুলে টানিয়া হিঙ্গুলি-
নধর-অধর নি-পীত-সার
দেখিছে ললনা হরষ-মগনা,
মৃদু মৃদু হাসি অধরে তার!
সাজা'য়ে ভূষণে চারু তনু খানি
অপাঙ্গে নেহালে আপন অঙ্গ,
'স্মরি' পতি-প্রেম গরবিনী বালা
ভাবিতেছে মনে রভস-রঙ্গ।

৭

নায়িকা অপরা প্রমোদ-কাতরা
অলস তনুয়া ঢালিয়া শেষে,
নিশি-জাগরণ- রাঙা আঁখি মুদি'
সাঁঝে অকাতরে ঘুমায় সে যে।
অলস শয্যায় আ মরি লুটায়
লুলিত আকুল কুন্তল-ভার,
অস্ত রবি-কর কমল-আনন
সোহাগে চুম্বন করিছে তার।

৮

কোন পুর-নারী বসিয়ে নিরালা
সারি' গৃহ-কাজ আপন মনে
প্রদোষ-স্বপনে ভাবিছে বঁধুয়া,
খেলিছে হরষ নয়ন-কোণে।
অবিদিতে তার উরস-অঞ্চল
খসিয়া পড়ে'ছে কবে না জানি ;
সহসা পারশে পতি এল ভাবি'
কাটিছে রসনা সরম মানি'।

৯

শীর্ণা মাধবীর বাহুর বন্ধন
ক্রমশঃ শিথিল রসাল-গলে ;
ফুল-হাসি তার অধরে মিলায়,
তিতে সারা নিশি নয়ন-জলে।
প্রিয়ঙ্গু-লতায় বহে শীত বায়
বিরস করিয়ে বদন তার,
যেন বিরহিণী কাঁদিছে কামিনী,
কাঁপিছে নয়নে শিশির-ধার।

১০

হিমের পসরা লইয়া মাথায়
আসিয়া হেমন্ত চলিয়া যায়,
স্মরি' শিশিরের দীরঘ যামিনী
প্রবাসীর প্রাণ কাঁপিছে হায় !
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের করুণ বিলাপে
হেমন্তের হিয়া থির না মানে,
তাই সে পলায় হিমানী-আদরে,—
তুমি যেন ব্যথা দিয়ো না প্রাণে ।

৪।৮।১৯০০ জলপাইগুড়ী



শীত

১

গত-লজ্জ পূর্ণ-কামা আসিছে শিশির-বামা
অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণ-শস্য-পুলক সঞ্চরে ;
প্রগাঢ় প্রণয়-সুখে কুহরিছে কোক-মুখে,
নিগূঢ় আনন্দ-সুধা সঞ্চিত অন্তরে।

২

পরিণত প্রেমে তার রুদ্র রবি স্নিগ্ধতার
প্রশান্ত মুরতি ধরে, শীতল ভুবন ;
বাতায়ন রুদ্ধ করি' জগৎ পাশরি' মরি
বুকে বুকে কাটে সুখে দম্পতি জীবন।

৩

তাম্বূল লোহিতাধরে পুষ্পমালা কণ্ঠ'পরে
নয়নে কজ্জল দিয়ে অলক্ত চরণে
পদ্ম-মধু ল'য়ে মুখে প্রণয়-পূরিত বুকে
শয্যা-গৃহে পশে বালা নাথ-দরশনে।

৪

সাধ্বস-কুণ্ঠিত-হিয়া নায়কেরে নিরখিয়া
ভুলিছে মানিনী তার শত অপরাধ,
মুখে মৃদু মৃদু হাস বাড়াইয়া ভুজ পাশ
ঘনাইছে আলিঙ্গন টুটি' লাজ-বাঁধ।

৫

শীতের সুদীর্ঘ রাতে নাথের নিঠুর হাতে
মথিত মালতী-মালা যেন রে রমণী,
বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরে উচ্ছূন উরস 'পরে,
কেমনে বুঝিতে নারে পলা'ল রজনী।

৬

নাথ-আলিঙ্গন- চুম্বন-সম্পদা
প্রভাতে অঙ্গনা আপন অঙ্গ
নেহারি' নয়নে, সরমে ভরমে
তুলিয়া মৃদুল হাসি-তরঙ্গ,
ছাড়ি' নিশাবাস যায় গৃহ-কাজে,
মরি কি মন্থর গতি-বিভঙ্গ!

৭

ধূপ-আমোদিত লুলিত কুঞ্চিত
গলিত-মালিকা দলিত কেশ
বহিয়া ভামিনী গুরুনিতম্বিনী
যে'তেছে প্রভাতে শিথিলবেশ ;
আঁখি আধ খোলা স্বপন-বিভোলা
আধ মনে জাগে সুখের রেশ !

৮

শিশির-উজল কনক-কমল,
তেমতি বালার বদন-শোভা ;
মুছে আঁখি লাল সুভুজ-মৃণাল,
মালা বিরহিত শিথিল খোপা ;
প্রভাতে ফুটিয়া গৃহ-সরোবরে
রয়েছে রমণী মানস-লোভা ।

৯

শীতের শর্ব্বরী মরি কি সুন্দরী
পরি' শশি-টিপ, তারার মালা,

বাঁধিয়া উরসে   শীতল পরশে
ঘুচায় নভের হৃদয়-জ্বালা !—
বড় ব্যথা পে'য়ে   এসেছি চরণে,
তুমি কি নিঠুর রহিবে বালা ?

৫।৮।১৯০০   জলপাইগুড়ী

বসন্ত

পূরি' তূণে চূতাঙ্কুর তীক্ষ্ণ শরচয়,
ধরি' করে ধনুখানি ভ্রমর-মালার,
বিঁধিবারে বিরহিনী-ধরণী-হৃদয়,
অতনু, বসন্ত রূপে, আইল আবার।

২

স্বচ্ছতা বাপীর নীরে, মণি-মেখলায়
উজ্জ্বলতা, মাদকতা শশাঙ্ক-কিরণে,
সৌরভ মুকুল-নত রসাল-শাখায়,
বসন্ত বাসনা আনে প্রেমিকার মনে।

৩

কামিনীর কর্ণ-ভূষা নব কর্ণিকার
তরুণী-চরণ-লোভী অশোক সুন্দর
বিকশিত পুষ্পরাশি নব মল্লিকার
এ সুখ-বসন্তে ধরে কান্তি মনোহর।

৪

অলস মদির নেত্রে মৃদু চঞ্চলতা,
ওষ্ঠে হাসি, ব্যাকুলতা কম্প্র বক্ষ মাঝে,
গৌর দেহে স্বর্ণ-রুচি, রূপে মাদকতা,
রমণীর অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে।

৫

চূত-রসাসব-পানে মত্ত পিকবর
চুম্বে পিক-বধূ-মুখ হরষিত মনে,
বসি' বুকে পদ্ম-মধু পিয়ি' মধুকর
তুষিছে প্রিয়ার চিত চাটু গুঞ্জরণে।

৬

ভ্রমর-চুম্বিত চারু কুসুম-মঞ্জরী
সুরভিত করিয়াছে মাধবী-লতায়,
মন্দ মন্দ গন্ধ-বহ মৃদু অঙ্গ মরি
ভুলা'তেছে, আলিঙ্গন ঢালিয়া হিয়ায়

৭

কান্তার বদন-দ্যুতি করিয়া হরণ
কিবা শোভে কুরুবক-নবীন-মঞ্জরী,
পদ-রাগ বক্ষে ধরি' বিরহীর মন
সশোক করিছে রাঙা অশোক-বল্লরী।

৮

মরুত-বিধূত দীপ্ত হুতাশন প্রায়
সর্ব্বত্র কুসুম-নত কিংশুক-কানন
সাজায় বসন্তাগমে ধরণীর কায়
অরুণ-বসনা নব বধূর মতন।

৯

চূত-বন হ'তে আসি' কোকিল-কূজন
মধু-মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন মধুর
অন্তঃপুর মাঝে পশি' প্রণয়-মগন
আকুল করিছে চিত সলজ্জ বধূর।

১০

বধূর হাসির মত শুভ্র মনোহর
কুন্দ-পুষ্প-বিভূষিত চারু উপবন
তুলিছে তরুণ-চিতে প্রেমের লহর
দিবসে আবেশে যেন দেখিছে স্বপন!

১১

কান্তা-বিরহিত পথিক বিধুর
হেরি' কুসুমিত রসাল মধুর
নিমীলিছে আঁখি স্মৃতি-শোকাতুর
নীরবে রোদন করিছে মরি!
করতলে কভু চাপিতেছে ঘ্রাণ
রোধিতে সৌরভ, কভু প্রেম-গান

শুনি' অলি-মুখে আকুল পরাণ
উঠিছে শিহরি' প্রিয়ারে স্মরি' !

১২

কুসুমিত চূত চারু কর্ণিকার
সমদ-কোকিল ভ্রমর-ঝঙ্কার
বরষি' শায়ক মানিনী বালার
বিদরে হৃদয় বসন্ত-রাজ ;
অমনি যে ভাঙে গোপন মরম,
রোষ অভিমান সরম ভরম
ঝরে মধু-বাতে ফুল-রেণু সম,
উথলে প্রণয় হৃদয় মাঝ।

১৩

নব অনুরাগ নবীন বাসনা
নব মনোভব নব উন্মাদনা
নবীন মাধুরী নবীন বেদনা
রাখিয়া বসন্ত যেতেছে চলি' ;

আবার যখন আসিবে ফিরিয়া,
সহাস অধরে দেখিবে চাহিয়া,
পাবে কি দেখিতে এ নবীন হিয়া
এমনি আবেশে পড়িছে ঢলি' ?

১০।১০।১৯০০ জলপাইগুড়ী।

মেঘের প্রতি যক্ষ

(উত্তর মেঘের কিয়দংশ)

হেরিবে সে গৃহমাঝে রমনী-রতন-রাজে
পক্ক-বিম্বাধরা শ্যামা শিখরি-দশনা ;
বহিয়া নিতম্ব-ভার মন্থর গমন তার,
ক্ষীণকটি, নিম্ননাভি, কুরঙ্গ-নয়না।

শিখরিদশনা—সূক্ষ্মাগ্রভাগযুক্ত দশনে পতির দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য সূচিত হয়।

পীন পয়োধর ধরি'   তনু মন্দ-নত করি,
প্রথম যুবতী করি' শিল্প-রচনায়
বিরলে গড়িলা বিধি প্রেয়সী আমার !

২

দ্বিতীয়-জীবন-সমা   সে যে মম প্রিয়তমা
গভীর বেদনা বহে বিরহে আমার ;
না কহে অধিক কথা, সাঁঝে কোক-বধূ যথা
একাকিনী থাকে বালা ভবন মাঝার।
দিন দিন ক্ষীণ কায়, তিল তিল ঝরে' যায়,
শিশির-মথিত যরি মলিন-আকার
মধু-হীন পদ্ম সম প্রেয়সী আমার !

৩

নয়নের জল   ঝরে অবিরল,
ফেটে' পড়ে যেন সুচারু আঁখি ;
ওষ্ঠাধর কম   ম্লান পুষ্প সম,
বিরহ-তাপিত নিশ্বাস লাগি'।

করতল 'পরে চাঁদ-মুখ ধরে,
ঢাকিয়াছে তায় অলকদাম ;
হে মেঘ ! তোমার গুণ্ঠন মাঝার
চন্দ্রমা যেমতি শ্রীহীন ম্লান।

৪

মিলনের তরে আকুল অন্তরে
দেব-আরাধনা করিছে মরি,
কিংবা নিরজনে আঁকিছে যতনে
মূরতি আমার মানসে স্মরি'।
পিঞ্জরের পাশে কভু মৃদুভাষে
কহে সারিকারে কাতর স্বরে :
"প্রভু নিরন্তর করিত আদর,
লো রসিকে ! তাঁরে মনে কি পড়ে ?"

৫

আহা সে ললনা মলিন-বসনা
রাখি' অঙ্ক'পরে সাধের বীণ্,

স্মরিয়া আমায় গাহিবারে যায়
করুণ রাগিনী বিরহ-লীন।
অমনি তাহার ঝরে আঁখি-ধার,
তিতে বীণাখানি নয়ন-জলে ;
মুছি' তা' আবার পুন বাঁধি' তার
গাহিতে আপন রচনা ভোলে।

৬

বিরহের চীণ্ রাখে প্রতিদিন
যতনে কুসুম, দুয়ার-দেশ ;
সে ফুল আবার গণে বারবার,
ভাবে কবে হ'বে বরষ শেষ।
পুন ভাবে কিবা কোথা কোন্ দিবা
নাথ-আলিঙ্গন লভিল বালা,
সে সুখ-স্মরণে ভুলে ক্ষণে ক্ষণে
বিরহ-বিধুরা মরম-জ্বালা।

বিরহের চীণ্—একবর্ষভোগ্য বিরহের দিন গণনার্থ যক্ষপত্নী প্রত্যহ দ্বারের ঊর্দ্ধভাগে একটি করিয়া ফুল রাখিতেন।

৭

হেন সাধনায় দিবস ফুরায়,
বিরহ তেমন নাহিক দহে ;
আসিলে যামিনী আহা সে কামিনী
মরণ অধিক যাতনা সহে !
ধরণী-শয়নে অনিদ নয়নে
নিশীথে নীরবে কাঁদে সে হায়,
হে করুণ ঘন ! হ'তে বাতায়ন
আমার বারতা কহিয়ো তায়।

৮

বিরহ-শয্যায় একপাশে হায়
কৃশ তনু-লতা রয়েছে পড়ি',—
যেন প্রাচী-মূলে পড়িয়াছে ঢুলে'
ক্ষীণ শশিকলা মলিন মরি !

এক পাশে হায়—পতি-চিন্তায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনে বিস্মৃতি-হেতু।

সুখ-আলাপনে সাধের স্বপনে
পলা'ত যে নিশি পলকে হায়,
আজি সে যামিনী যাপিছে কামিনী,
তিতি' আঁখি-নীরে, যুগের প্রায় !

৯

ভেদি' বাতায়ন শশীর কিরণ
শয়ন-সীমায় পড়িছে ঝরি,'
হেরিতে সে চাঁদ করি' সুখ-সাধ
চকিতে নয়ন মেলিছে মরি !
অমনি উথলে বারি আঁখি-তলে
নয়নের পাতা মুদিয়া আসে,
আধ বিকশিত আধ মুকুলিত
বাদল-কমল যেমতি ভাসে !

১০

চঞ্চল সুঠাম রুক্ষ কেশদাম
পড়ে'ছে আসিয়া কপোলে হায়,

বাদল-কমল—বর্ষাকালে সূর্য্য মেঘাবৃত থাকায় পদ্ম পূর্ণবিকসিত হইতে পারে না।

অধর রঙীন্ করি' বিমলিন
দীরঘ নিশাস ঢুলায় তায়।
স্বপন মাঝারে লভিতে আমারে
চাহিছে ললনা ঘুমের ঘোর,
ঘুমা'বে কেমনে ? উথলে নয়নে
আ মরি নিঠুর তপত লোর !

১১

প্রথম বিরহ- দিবসে অসহ
এক বেণী করি' বাঁধিল কেশ,
রহে পথ চে'য়ে কবে নাথ যে'য়ে
খুলিবে সে বেণী বরষ-শেষ।
রুখ্ হ'ল চুল, সে বেণী দোদুল
কঠিন হইয়ে কপোলে লুটে,
মুহু মুহু মরি ! পরশে শিহরি'
দিতেছে সরা'য়ে নখের খুঁটে।

১২

আহা সে অবলা বিরহ-বিকলা
অসহ ভূষণ ফেলিছে খুলি,'
দারুণ দহনে বিরহ-শয়নে
মৃদুল তনুয়া পড়িছে ঢুলি' !
নেহারি' সে দুখ বিদরিবে বুক,
নয়নে তোমার বহিবে ধারা ;—
কোমল অন্তর গলে নিরন্তর
করুণা-পরশে, জগত-ধারা।

১৩

অলক-নিকর অপাঙ্গ সুন্দর
রুধিয়াছে পড়ি' বদন 'পরি ;

বিরহিণী করবীবন্ধন না করিয়া মস্তকে একবেণী ধারণ করে, কেশদাম অতৈল করিয়া রাখে এবং নখকর্ত্তন করে না। বিরহান্তে পতি আসিয়া বেণী মুক্ত করিয়া দিলে পুনরায় সে কবরীবন্ধন করিয়া থাকে।

নয়ন-কমল না ধরে কাজল,
ভ্রূভঙ্গ চপল নাহি রে মরি !
সুনীল গগনে তব দরশনে
বাম আঁখি ধীরে কাঁপিবে তার,—
নীল-বিধূনিত যেমতি ললিত
কাঁপে কুবলয় সর মাঝার।

১৪

ওগো নব ঘন ! আসিয়া যখন
উদিবে সে' মোর ভবনোপরি,
দেখ যদি দীনা বিরহ-মলিনা
ঘুমা'য়ে পড়ে'ছে নাথেরে স্মরি',
মিনতি চরণে, প্রহর কারণে
রহিয়ো নীরবে করুণ-কায় !
গরজে তোমার সে ঘুম তাহার
নিমেষে না যেন ভাঙিয়া যায় !

১৫

হয় ত আমারে স্বপন মাঝারে
গাঢ় আলিঙ্গনে রেখেছে বাঁধি' ;

শুনি' তব ধ্বনি জাগিবে অমনি,
খসিবে বাঁধন, উঠিবে কাঁদি' !
খুলি' আঁখি-ফুল শীতল মৃদুল
অনিল-বীজনে চাহিবে যবে
বাতায়নে তার, শুনা'য়ো আমার
মৃদু গুরু রবে বারতা তবে।

জলপাইগুড়ী

এই কবিতাটিতে তৃতীয় শ্লোকে বিরহের প্রথম দশা দৃক্, চতুর্থ ও পঞ্চমে মনঃসঙ্গ, ষষ্ঠে সংকল্প, সপ্তমে জাগরণ, অষ্টমে কার্শ্য, নবমে বিষয়-দ্বেষ, দশমে লজ্জা-ত্যাগ, একাদশে চিত্ত-বিভ্রম এবং দ্বাদশে মূর্চ্ছা নাম্নী নবম দশা বর্ণিত হইয়াছে। দশম দশা মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বে পতির জীবিত-সংবাদ মেঘ-মুখে প্রদত্ত হইতেছে।

ঐকতান

কবি

এ বিরাট বিশ্ব রূপ মহাকাব্যখানি
হে অনাদি আদি কবি! তোমারি রচিত,
অফুরন্ত কল্পনার লেখনী না জানি
সৌর-চক্রে কর্ম্মাবর্ত্তে কিবা লীলান্বিত!
সে কাব্যের অতি ক্ষুদ্র সামান্য অধ্যায়ে
আলোচিত মানবের ক্ষুদ্র ইতিহাস,
হাসি অশ্রু সুখ দুঃখ আসিয়া পর্য্যায়ে
গড়িতেছে জীবনের জন্ম-মৃত্যু-পাশ।
রচনা-কৌশলে তব বিরহ মিলন
শুভাশুভ পাপ পুণ্য আসে ফিরি' ফিরি',
কামনার ঘূর্ণীপাকে ঘূর্ণিত জীবন
উঠে পড়ে ডুবে ভাসে মরণেরে ঘিরি'।
কি বিচিত্র কাব্য-কলা! কি সুন্দর ছবি!
আপন রচনা-রসে ভোর তুমি কবি!

২৮।২।১১ বসিরহাট

কোকিলের প্রতি

কে তুমি বসন্ত সনে আসিয়াছ নবীন অতিথি
অমিশ্র-আনন্দ-ঘন সঞ্চারিণী শরীরিণী গীতি
কোন্ গান শুনা'তে ধরায় ?
করোজ্জ্বল কুসুমিত পল্লবিত ফুল্ল তরু-লোকে
তুলিয়া পুলক-পুঞ্জ সঙ্গীতের স্বপন-কুহকে
কি অমৃত ঢালিছ হিয়ায় ?

২

ভূলোক দ্যুলোক মরি ! কণ্ঠ তব করিছে মুখর,-
যেমতি নির্ম্মল করে মেঘ-ঢাকা স্নিগ্ধ শশধর
বিপ্লাবিত করে দশদিশি ;
কিংবা যেন ইন্দ্রধনু-বিমণ্ডিত জলদ তরল
বিন্দু বিন্দু বারি-ধারে বিগলিয়া পিপাসা-বিহ্বল
ধরা-বক্ষে ধীরে যায় মিশি'।

৩

কম্পিত তৃণের মুখে বরষার প্রথম চুম্বন
কিংবা নব বারি-পাতে কুসুমের মৃদু জাগরণ
যেন ওই সুরে বিজড়িত ;
শীতল শিশির মাখা শ্যাম পত্রে ঢাকি' কলেবর
যে মৃদু কিরণ ঢালে হীরা-তনু খদ্যোত সুন্দর,
স্বরে তব যেন তা' মিশ্রিত !

৪

হরিৎ পল্লবে ঢাকা গোলাপের স্নিগ্ধ পরিমল
মাতাইয়া মধু-চোর মলয়েরে করে যে পাগল,
চুরি করি' মূর্চ্ছনা তোমার ;
লুকাইয়া ভাব-লোকে কবি-কণ্ঠ তুলে যে ঝঙ্কার,
যে গানের সুরে সুরে নরহৃদে পুলক-সঞ্চার,
ল'ভে সে তা' তোমারি মাঝার।

৫

কোথা সে সুবর্ণ-ক্ষেত্র ? কোথা সেই মাধুরী-নির্ঝর ?
কোথা সে গোপন সিন্ধু—বক্ষে যার ও সুধা-লহর
নিরন্তর সন্তলীলা-রত ?

স্বরগের কোন্ স্বপ্ন, মরতের কোন্ মধুরিমা
জলে স্থলে বিথারিছে সঞ্জীবনী ও স্বর-পূর্ণিমা
মনপ্রাণ করিয়া পূর্ণিত ?

৬

পুষ্প-শয্যা 'পরে শু'য়ে, শুনি' ওই কুহক-সঙ্গীত,
মনে হয় ধরা যেন নহে আর পাষাণ-নির্ম্মিত
মানবের কর্ম্ম-কারাগার ;
অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী কায়া-হীন আনন্দ-নিলয়
এ ধরণী, নাহি হেথা কামনার ক্ষণ পরিচয়,
ভব নহে ভোগের আগার !

৭

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে যবে রহে পড়ি' নিঝুম ধরণী,
দূরে স্বার্থ-কোলাহল পড়ে ঘুমি' আপনা আপনি,
চিত্তে যবে ইন্দ্রিয় নিশ্চল,
তখনি শ্রবণে মম অকস্মাৎ পশে তব ধ্বনি ;
শুনি' তাহা ভাবি মনে—চিদাত্মার মৃদু প্রতিধ্বনি
মর্ম্মে যেন জাগিছে কেবল !

৮

শুনি' ও সঙ্গীত তব মনে হয় অতীতের মত
আবার এ অবনীতে সত্যলোক হবে সমাগত,
দ্বেষ হিংসা পাইবে বিলয় ;
না র'বে শোণিত-তৃষা, মিথ্যা ভাণ, দানব-আচার,
মানব দেবতা হ'বে ভুলি' তুচ্ছ স্বার্থ আপনার,
বিশ্ব-প্রীতি পূরিবে হৃদয় !

৯

প্রেমের আকাশ-গঙ্গা ওই সুধা-সঙ্গীত মতন
মানবের ধূলি-ম্লান চিত্ত-ভূমে বহিবে তখন,
লুপ্ত হ'বে কাম-ভোগবতী ;
এক ধর্ম্ম এক মর্ম্ম এক কর্ম্ম এক মন্ত্র ধরি'
বহুতার বহু রূপ বহু ব্যথা যা'বে সে পাশরি',
বিশ্বাত্মারে করিবে আরতি ।

৬।৩।১৯১১ বসিরহাট

পাপিয়ার প্রতি

[কীট্‌সের ভাবাবলম্বনে]

ঢলিয়া পড়িছে হিয়া কি যেন রে সুখের বেদনে,
এলা'য়ে পড়িছে কায়া, আধ তন্দ্রা আসিছে নয়নে,
এই মাত্র করি' পান যেন কোন উগ্র হলাহল
কিংবা যেন নিঃশেষিয়া পাত্র-শেষ মদিরা তরল
ঝাঁপ দিনু বিস্মৃতির নীরে!
সু-চ্ছায় সুস্বর-পূর্ণ ধরণীর হৃদি-কুঞ্জ ভরি'
অনন্ত অম্বর-প্লাবী যে আনন্দ-সঙ্গীত-লহরী
পূর্ণ কণ্ঠ হ'তে তব লঘু-পক্ষ দ্যুলোক-দেবতা!
তুলিছ নিশীথে আজি, সে সুখের তীব্র মাদকতা
এ সম্মোহ আনিল অচিরে।

২

সিন্ধু-বক্ষ-বিমথিত সুনিগূঢ় যে সুধা তরল
পুলকে পৌলোমী ধরে ইন্দ্র-মুখে প্রণয়-বিহ্বল,
এখনো মিশ্রিত যাহে পারিজাত-বল্লরী-সুবাস,

আনে যাহা স্মৃতি-পটে নৃত্য-গীত-আনন্দ-উল্লাস,
ও সঙ্গীতে পড়িছে তা' ঝরি';
ঢাল ভরি' হৃদি-পাত্র, পূর্ণ করি' শূন্যতা তাহার;
উছলি' উঠুক্ তাহে স্বরময়ী তপ্ত মদিরার
স্মিত-শুভ্র ফেন-পুঞ্জ; পান করি' সে অমৃত-ধার
অদৃশ্যে উড়িয়া যাই ওই তব গগন মাঝার
ধরণীরে দূরে পরিহরি'!

৩

বহুদূরে দৃষ্টি-পারে উড়ি' গিয়া ভুলি একবার
সে তীব্র বিষাদ-রাশি জাননা যা' জীবনে তোমার,
ভুলি সে উদ্বেগ শত দুঃখ দাহ শ্রান্তি অবসাদ
পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,—উঠে যথা শোকের নিনাদ
কণ্ঠে কণ্ঠে স্বতঃ অনিবার;
যথা শুভ্র-কেশ জরা জীর্ণ মরি রোগের পীড়নে,
যথা মৃত্যু আলিঙ্গয়ে প্রেত-শীর্ণ মলিন যৌবনে,
প্রতি চিন্তা সৃজে যথা পাংশু-নেত্র নিরাশার দুখ,
যেখানে দু'দিনে মরি! মাধুরীর হেরি ম্লান মুখ
কাঁদে প্রেম করি হাহাকার!

উদ্দাম-কল্পনা-পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সূক্ষ্ম দেহ ধরি',
বিচিত্র স্বপন-পূর্ণ অতিক্রমি' গন্ধর্ব্ব-নগরী,
স্বপ্নাতীত রহস্যের উত্তরিয়া আলোক-নির্ঝর,
যাই উড়ে' তব পাশে হে অজ্ঞাত স্বর-কলেবর !
ছিন্ন করি' মরত-শৃঙ্খল ;
এই ত আসিনু কাছে ; কি মধুর আজি এ শর্ব্বরী !
দিব্যাঙ্গনা-তারা-বৃত স্বর্গ-রাণী চন্দ্রমা-সুন্দরী
আজি কিবা জ্যোতির্ম্ময়ী ! অশরীরী নৈশ সমীরণ
হেথা হ'তে সুধারাশি চিত্ত মাঝে করি' আহরণ
নিম্ন ধরা করিছে কোমল !

৫

যদিও দেখিতে নারি পদ-তলে ফুটে কোন ফুল,
যদিও বুঝিতে নারি কি সুগন্ধে বিটপ আকুল,
কিন্তু এই সুধা-দ্রব ঊর্দ্ধ নভে হয় অনুভব
ও নিকুঞ্জে প্রতি শষ্পে প্রতি দ্রুমে আনে অভিভব
সুধাময়ী কোন্ মধুরতা ;

মুঞ্জরিণী তরুলতা পল্লবিত পরাগী কেশর
পত্র-অন্তরালে মরি শ্লথ-দল চম্পক সুন্দর
পেলব-পরশ-পূর্ণ মধুগন্ধ কস্তুরী-গোলাপ
মধুকর-মুখরিত মধুচক্রে গুঞ্জন-আলাপ
ঢালে মর্ত্ত্যে কোন্ মাদকতা।

৬

আজি এ নিশীথে কিবা পশে কানে তব স্বররাশি !
প্রশান্ত মরণে পুরা কতবার আধ ভালবাসি'
ডাকিয়াছি কত ছন্দে কত গানে শূন্যের মাঝার
নিশা'তে মরুত সনে স্থির-গতি নিঃশ্বাস আমার ;—
কিন্তু আজি বড় সাধ হয় :
স্বর্গমর্ত্ত্য-বিপ্লাবিনী প্রাণপূর্ণ ও গীতি তোমার
শুনিতে শুনিতে সুখে থেমে' যাক্ জীবন আমার
নিশীথে বেদনা ভুলি', ডুবে' যাক্ ও সঙ্গীতে তব
বিরক্তির বিসমতা, আসক্তির তিক্ত কটু রব,
সুরে সুরে লভিয়া বিলয় !

৭

হে অমর বিহঙ্গম ! জন্ম তব নহে মৃত্যু তরে ;
ক্ষুধিত সমাজ তোমা বিদলিত কভু নাহি করে ;
আজি নিশি শ্রুতি মম করে পান যে সঙ্গীত-সুরা,
ভূপতি বা ভিখারীরে সমভাবে তুষেছে সে পুরা ;
সুরে তব নাহি বিবর্ত্তন ;
আলস-পরশ নাই ভরপূর আনন্দে তোমার,
নাহি জান ভোগ-শেষে কামনার ঔদাস্য-সঞ্চার,
দ্বেষ ভীতি অহঙ্কার তুচ্ছ করি,' উচ্চ সমতার
আদর্শ ধরিছ তুমি নর-নেত্রে বিশ্ব-বিধাতার,
সুধা-সিন্ধু করিয়া মন্থন।

৮

নাহিরে জগত মাঝে দুঃখহীন হেন প্রেম-সুধা
ও তব সঙ্গীত সম মিটে যাহে আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা ;
ওই কল-কণ্ঠ হ'তে বহে যেই সঙ্গীত-লহর,
না পারে তুলিতে তাহা বিভঙ্গিম প্রণয়-সাগর
সুখে দুখে সতত চঞ্চল ;

কবিতার রাঙ্গা পায় বাজে মরি যে ছন্দ-মঞ্জীর,
না পারে ধরিতে তাহা ওই তব স্বর-লহরীর
অভঙ্গ ভঙ্গিমা কভু ; স্বর্গ হ'তে করিছ প্রচার
"এক জাতি, এক ধর্ম্ম" ; শুনে মুগ্ধ বিশ্ব-পরিবার
ক্ষণ ভুলি' বিদ্বেষ-গরল।

৯

"বিদ্বেষ" একটি মাত্র বাক্য হায় আনিল আমারে
ফিরা'য়ে আপনা মাঝে ! কতক্ষণ পারে ছলিবারে
চতুরা কল্পনা নরে ? যাও পাখী ! বিদায় ! বিদায় !
ত্রিদিব-সঙ্গীত তব ওই দূরে মিলাইয়া যায়
ক্ষীণতর হইয়ে নিঃস্বন ;
ওই গেল মাঠ ছাড়ি', ওই স্তব্ধ তটিনীর পারে,
ওই দূরে গিরি-চূড়ে, ওই গেল ডুবি' একেবারে
দূর উপত্যকা মাঝে !—একি শুধু কল্পনার ছল ?
জাগ্রত স্বপন কিংবা ? কোথা গেল সঙ্গীত চপল ?
একি নিদ্রা ? একি জাগরণ ?

১৭।২।১৯০৪ বসিরহাট

আকবরের স্বপ্ন

[টেনিসনের ভাবাবলম্বনে]

একদা চন্দ্রমা-দীপ্ত শুভ্র রজনীতে
প্রাসাদ-উদ্যান-পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
সম্বোধিয়া আকবরে আবুল ফজল
জিজ্ঞাসিল : "এ দুনিয়া সতত উজল
যাহার আলোকে, আজি কি হেতু তাহার
বদনে বিষাদ-ছায়া ?"—পলকের তরে
তুলি' আঁখি নীলাম্বরে তারাদল 'পরে
কি যেন করিলা প্রশ্ন উদ্দেশে কাহার,
তার পর বন্ধু পানে ফিরা'য়ে বদন
ধীরে ধীরে আকবর কহিলা বচন :—
"স্বপনের এই ছায়া ; অলস নিষ্ফল
হয় ত বা। তবু মম অন্তর বিকল

সে স্বপ্ন করিতে ভ্রান্ত আল্লার চরণে
প্রেরিয়াছে আকুল প্রার্থনা। জানি মনে:
পরম-পুরুষ-পদে আত্ম-নিবেদন
হৃদয়-গহ্বরে বসি', অথবা সাধন
অনুকূল কর্ম্ম তাঁর, দুই' আরাধনা
দেবতার। কিন্তু সখে! যেই উপাসনা
নাহি ধরে কাম-শূন্য বিশ্ব-হিত-ফল,
দেব-চক্ষে নহে তা' সুন্দর, অনুজ্জ্বল
দীপ্তি-হীন। সে ভকতি মৃত-বৎসা প্রায়
মৃত পুত্র ল'য়ে কোলে মৃত্যু-অপেক্ষায়
রহে যেন। তাই আমি, ফুরা'লে স্বপন,
দুনিয়ার মালিকেরে করিয়া স্মরণ
করিলাম পণ: দগ্ধ করি' রণানলে
লোক-জিৎ শান্তি-হর কৃপাণের বলে
লভেছি যে তিলে তিলে সাম্রাজ্য বিপুল,
সাধিব কর্ত্তব্য তাহে সর্ব্ব প্রজাকুল
পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালি', শান্তিজল তায়
বর্ষি' সদা; ভগবান্ হউন্ সহায়।

২

থাক্ কথা। এস তুমি হে বন্ধু আমার,
হে চির-বিশ্বস্ত মিত্র! সচিব উদার!
চল দোঁহে বসি ওই মর্ম্মর-আসনে
ক্ষণকাল। যতদিন পাইনি জীবনে
সঙ্গ তব হে সুহৃৎ! একা নিরজনে
ভারত-নন্দনবনে পশি' আনমনে
প্রতি চারু বৃন্ত হ'তে কুঞ্জ-শোভা-সার
চয়নিয়া সুখ-পুষ্প গাঁথি' ফুল-হার
সাজায়েছি শুধু এ রাজ-মুকুট মম।
কিন্তু যবে তুমি আসি' মন্ত্র অনুপম
দিলে কর্ণে, সেই দিন ভুলিনু আপনা,
ভুলিলাম স্বার্থ-সুখ; করিনু রচনা
অন্তর-নিকুঞ্জ-বাসী সদ্ভাব-প্রসূনে
অপূর্ব্ব ধরম-মালা, যা'র গন্ধ-গুণে
ব্রাহ্মণ মুসলমান্ বৌদ্ধ খৃষ্টীয়ান্
পারসিক্ সমভাবে হইবে মোহিত,

যার যাদু-মন্ত্র-বলে বিকট-ব্যাদান
থামিবে সমর-ঝঞ্ঝা, শান্ত সমাহিত,
আতল-বিক্ষুব্ধ এই ভারত-সাগরে!

৩

ভ্রাতা তব ফৈজী কবি, আজি মনে পড়ে,
কহিয়াছে সত্যবাণী : বিশ্ব-বিধাতার
অনন্ত মহিমা মরি এ ক্ষুদ্র ধরার
ক্ষুদ্র জ্ঞান সর্ব্বকাল করে পরাজিত।
বিজ্ঞান বিদ্রোহ ভরে হইয়ে গর্ব্বিত
'অনুকরি' বিধাতার পরিপূর্ণতারে
অনুসরে যেই পথ, সে পথের ধূলি
মরু সম অন্ধ করে আনি' অন্ধকারে
নয়ন-নেত্র; যত ধায়, তত যায় ভুলি'
বিমুগ্ধ মানব তাঁর অমৃত-নির্ঝর;
হেন জ্ঞানে স্পর্দ্ধা কভু সাজে মিত্রবর?

৪

শুন বন্ধো! কি যে তিনি তিনিই কেবল
অবগত। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি বিষয়-চঞ্চল

মানব জানে না তাঁরে, পুন আপনারে
নাহি জানে। তবু হায়! মুগ্ধ মোহ-ভারে
বিভিন্ন-ধরম-ধ্বজী প্রতি খণ্ডদল
কহে উচ্চে—'সত্যপথ মোদেরি কেবল
সুবিদিত; অন্যে তার জানেনা সন্ধান।'
একি অসম্ভব কথা! ভরিয়ে উদ্যান
ফুটে ফুল নানা জাতি; তা' বলে' পারুল
কহিবে কি গোলাপেরে—'নহ তুমি ফুল?'
কাননে গগন-চুম্বী রাজে কত তরু,
তা বলে' কি প্রাংশু শাল চাহি' দেবদারু
কহিবে—সে নহে কভু সমকক্ষ তার?
আকাশে আঁধারে ফুটি' করিয়া চীৎকার
কহে যদি প্রতি তারা: বিপুল নভসে
সেই একা জ্বলিতেছে তিমির-রভসে,
নহে কি বিফল তবে কবির শ্রবণ
ব্যোমময় ঐকতান শুনে যে বাদন?

৫

বহু জাতি, বিবিধ সে পূজার বিধান
এ জগতে। কিন্তু স্থির জানিয়ো সন্ধান :
তাঁরি জ্যোতি আছে সর্ব্ব ঠাঁই, তাঁরি আলো
ফেলে ছায়া, কোথা ক্ষীণ, কোথা বা ঘোরালো।
কিন্তু হায়! সে ছায়ার অন্তরালে বসি'
মোদেরি উলেমাদল কোরাণ পরশি'
উচ্চ ধর্ম্মাসন হ'তে করিছে ঘোষণা :
বিধর্ম্মী কাফের-পুঞ্জ অনন্ত যন্ত্রণা
ভুঞ্জিবে দোজখে সদা! সম্বোধি' সে সবে
"এক পিতা, বহু পুত্র" কহিলাম যবে,
স্তম্ভিত ভুজঙ্গ কিংবা আবদ্ধ-শৃঙ্খল
পিঞ্জরের পশু সম গর্জ্জিয়া কেবল
মনে মনে ধ্বংস মম করিল কামনা!
মন্ত্রনা-মণ্ডপে যবে নিরপেক্ষ-মনা
স্বাধীন বিচার লাগি' করিনু আহ্বান
প্রতি ধর্ম্ম-পন্থীদলে, উড়া'য়ে নিশান

একদর্শী মোল্লাগণ আসিয়া তথায়
নিয়ম-গহন অন্ধ-কলিত প্রথায়
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিয়া আপনার জয়
তুলিল যে কোলাহল, সে নহে নিশ্চয়
মহান্ পুরুষ-কণ্ঠে স্বতঃ উচ্চারিত
গভীর সিন্ধুর মন্দ্র ; সে যে অযাচিত
চঞ্চল নদের মুখে স্রোত-সংঘর্ষণে
সমুত্থিত ক্ষীণ ধ্বনি !

৬

তারা ক্ষুদ্র মনে
কহে মোরে, সুবিপুল এ জন-বাহিনী
হিন্দুর ধরম-গঙ্গা,—দিবস-যামিনী
ঋষি-ধ্যান-পুলকিত হিমাদ্রি-চরণে
জনমি' যে পলে পলে নগরে কাননে
বিচিত্র সরিৎপুঞ্জ করি আকর্ষণ
চলিয়াছে সিন্ধুপানে বর্দ্ধিত-জীবন,
কহে মোরে মূঢ় ফিরা'তে তাহার মুখ,
রোধিবারে গতি তা'র সাগর-উন্মুখ

মোদের এ দুর্দিনের পাষাণ-প্রাচীরে,
বাঁধিতে দীক্ষার বাঁধে ইস্‌লাম-মন্দিরে
এ বিরাট হিন্দুজাতি ! অতি অসম্ভব !
রাজারে না সাজে, নাহি প্রজ্ঞার গৌরব
বিন্দু তাহে।

৭

হায় বন্ধো ! জীবন-প্রভাতে
হয়েছিল রাজ্য মন কুশিক্ষার হাতে
এ পাপ-শোণিত-সিক্ত ; কি কাজ স্মরণে ?

৮

জাতিতে জাতিতে আর ধরমে ধরমে
যে বিদ্বেষ, জেনো মম ঘৃণা তার 'পরে।
জানত আমার রাজ্যে পূজে সর্ব্ব নরে
আপন আদর্শে গড়ি' অন্তর দেবতা ;
হিন্দু কভু না হারায় আমার মমতা
ভিন্ন মত হৃদে ধরি' ; না করি গ্রহণ
রাজ-কর মত-বৈধতায় ; শ্রেষ্ঠ জন
ভিন্ন-ধর্ম্ম-অবলম্বী ভিন্ন জাতি হ'তে

চয়নিয়া, সচিবের সুহৃদের পদে
করি প্রতিষ্ঠিত। লয় যেবা ঘৃণাভরে
'কাফের' এ নাম মম সন্তোষের তরে,
ইস্‌লামের শত্রু বলি' হয় তারে জ্ঞান।
মহম্মদ নাম ল'য়ে মূর্খ মুসলমান্‌
প্রতিষ্ঠিতে চাহে যবে পবিত্র কোরাণ
দৃপ্ত করবাল 'পরে, পোড়ায় অনলে
এক-পন্থী খৃষ্টীয়ান্‌ অন্য-পন্থীদলে,
বৈষ্ণব বিদ্বেষভরে শক্তি-উপাসকে
নিন্দে নিতি কণ্টকিয়া ঘৃণার কণ্টকে,
অসহ সে অন্ধতায় উঠে শিহরিয়া
আত্মা মম, অতি দুখে ফেটে' যায় হিয়া!
এই না সে মুসলমান্‌—কোরাণ যাহার
'আল্লা—প্রেম' একাত্মক বর্ণে বারবার?
এই না সে খ্রীষ্টীয়ান্‌—ধর্ম্ম-গ্রন্থ যার
ঘোষে তার-স্বরে: 'প্রেম জগতের সার,
পীড়কেরে কর জয় প্রেম-সুধা-দানে?'
এই না সে হিন্দু—যার বেদে বা পুরাণে

'জীব—ব্রহ্ম ভেদ-হীন' সতত বাখানে ?
কেন তবে অত্যাচার হেন ধর্ম্ম নামে,
কেন তবে নিষ্ঠুরতা ভ্রমে নিরন্তর
জগতে নির্বাধ-গতি ?

৯

কহে বন্ধুবর !
আল্লারে প্রেমের রবি প্রাচীন ইরাণে,
তারি প্রতিধ্বনি শুনি ভারত-পুরাণে
প্রতি পত্রে মুখরিত। দূর বঙ্গভূমে,
আচ্ছন্ন আছিল যবে কুতর্কের ধূমে
ভ্রান্ত নর, মহাকবি আবুর মতন
উরিয়া নিমাই নামে পুরুষ-রতন
ভাসা'ল ভারতবর্ষ আলোক-বন্যায়,
হিমাদ্রির শৃঙ্গ হ'তে কুমারী কন্যায়
বিধাতার বিশ্ব-প্রেম করিলা প্রচার।
আজো সখে ! হেরি যেন প্রেমে মাতোয়ার
প্রেমিক সন্ন্যাসী মরি চলেছে নাচিয়া
দিব্যোন্মাদী ! গর গর সে প্রেমে মাতিয়া

সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে হিন্দু, মুসলমান্,
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সহ, ভুলি' অভিমান,
পদব্রজে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে।
তুচ্ছ করি' উপহাস, পাষণ্ডের করে
নিঠুর পীড়ন ভুলি,' যাচি' জনে জনে
করে প্রেম বিতরণ সে মহান্ নর।
প্রেম-অশ্রু কণ্টকিত করে কলেবর
মহাভাবে।

১০

সত্য সখে! এ সৌর-জগতে
সূর্য্য তিনি—গ্রহ-পুঞ্জ যাহে চক্রীকৃত,
প্রেমরূপা জ্যোতি যাঁর পরতে পরতে
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কোষ করে উদ্ভাসিত!
এ ধরার ধূলি-বক্ষে প্রভাত-সঞ্চিত
কুজ্ঝটিকা আজো সখে! দেখিতে না দেয়
জগ-জনে জ্যোতির্ম্ময়ী মুরতি তাঁহার
পূর্ণ রূপে। কিন্তু যবে দিব্য-ভাবময়

মধ্যাহ্ন উদিবে আসি,' ফুটিবে সোনার
সমগ্র সে রবি-ছবি, ভুলিবে তখন
প্রতি জাতি প্রতি ধর্ম্ম বিদ্বেষ ভীষণ
পরস্পরে, অনুভবি' সে তীব্র আলোকে
নিজ নিজ সংকীর্ণতা ; সে কর-কুহকে
অন্ধকার হ'বে দূর, অন্ধতার নাশ ;
অতিক্রমি' প্রথা-সীমা নিয়মের পাশ
স্বাধীন হইবে নর, বিমুক্ত-চরণ
ভ্রমিবে সহজ-গতি অকুণ্ঠ-জীবন
সত্য-প্রেমতার আর প্রেম-সত্যতার
ঋজু পথে অগ্রসরি' নব নব যুগে।

১১

অহো সূর্য্য! যেই সূর্য্য পৃথিবীর বুকে
ঢালি' তাপ প্রসবয়ে ফল-শস্য তার,
যে সূর্য্য তোমারি মত মম ক্ষেত্রোপরি
সমভাবে তুলিতেছে হাসির লহরী,
যেই রবি সিয়া সুন্নী হিন্দু মুসলমান
সবার শোণিতে করে সম তাপদান,

সেই ত আনন্দ-ঘন অনন্ত আল্লার
আভাস সুন্দর !—সেই মত এ ধরার
নৃপকুল কেন নাহি প্রেমের শাসন
বিস্তারি' আপন রাজ্যে করে প্রকটন
তাঁরি প্রেমানন্দ-কণা ? সাম্যের বিধানে
সর্ব্ব জীবে সম ভাবে না করে পালন ?

১২

ধর্ম্মান্ধ এ সমাজের দৃষ্টি-শক্তিদানে
ক্ষুদ্র আমি কি করিতে পারি ? ক্ষীণ করে
পদ্ধতির ধূলি-ম্লান তমস-গহ্বরে
প্রজ্ঞার প্রদীপ মাত্র করিয়া ধারণ
আমি শুধু চেয়ে আছি বিস্ময়-মগন
বিপুল এ ধরণীর বিরাট বদনে !
এ নিবিড় ধূম্রতম ঘুচিবে কেমনে
নাহি জানি। সেই জানে—যে পুরুষবর
সৃজিলা এ বসুন্ধরা, সৃজে নিরন্তর
কোটি কোটি বিশ্ব-বিম্ব, যাঁর সত্ত্বা মরি
সৃষ্টির ভিতর কিংবা বাহির আবরি'

ওতপ্রোত অবিরল ! ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
তিনি মাত্র এক সত্য ; যত কিছু আর
অনিত্য, অলীক ছায়া, উপাধির ভাণ,
যুগে যুগে বিবর্ত্তিত।

১৩

নিয়ম বিধান

যদিও সে ভাণ মাত্র, কিন্তু সখো তার
এ জগতে আছে প্রয়োজন। পটুতার
পূর্ণ পরিচয় মিলে সেই প্রসাধনে,
যাহে সুনিপুণ নৃপ বিবিধ ভূষণে
যেখানে যা' সাজে দিয়ে সাজায় যতনে
বিরাট সমাজ-অঙ্গ, তুষি' সর্ব্বজনে
সমানন্দে। কিন্তু সখে ! বাহ্য অলঙ্কার
রূপেরে মার্জ্জিত করে, রূপ নাহি দানে।
নানা-সূত্র-বিরচিত বহু ধর্ম্মাচার
সুচারু বসন মাত্র ; চারুতার জ্ঞানে
যতক্ষণ মুগ্ধ করে সমাজ-নয়ন,
ততক্ষণ অঙ্গ 'পরে করে তা' ধারণ ;

তার পর জীর্ণ যবে হয় সে বসন,
ছুঁড়ে' ফেলে দূরে দেহী, করিয়া গ্রহণ
নব পরিধান পুন। এমনি করিয়া
ধর্ম্ম কর্ম্ম সাজ সজ্জা চলে বিবর্ত্তিয়া
ধরা মাঝে।

১৪

ওগো, না জানি সে কোথা বসি',
অজ্ঞাত শকতি গুণে অজ্ঞতার মসী
ধীরে অপসারি,' বাঁধি' প্রেমের বন্ধনে
জড়াজড়ে চরাচরে সর্ব্বজীবগণে
সমস্নেহে করিছে পালন! যদি কেহ
অদৃষ্ট সে দেবতার গড়ি' ভাব-দেহ
আপনার মনোমত, পূজে পদ তাঁর,
সে কি অপরাধ সহে? যিনি নির্ব্বিকার,
মানবের ভাবাভাব তাঁরে না পরশে,
তবু নর ভাবি' তাঁরে বিপুল হরষে
মগ্ন রয়!

১৫

অরূপের আকার-কল্পনা ?
প্রকৃতি-মন্দিরে সে যে অধ্যাত্ম-রচনা !
অশব্দের আশীর্ব্বাদ ? সেত নিরন্তর
চিদাকাশে অনাহত অমর অক্ষর,
মরতে মুখরীকৃত নর-দেব-মুখে !
দর্শন বিজ্ঞান যবে স্থূল ধরা-বুকে
অনন্তের অঙ্ক-রেখা না পারে আঁকিতে,
ধরণীর ধূলি হ'তে না পারে তুলিতে
অন্ধ নরে, জীব যদা হতাশ পরাণে
"কোথা তুমি ?" বলি' কাঁদে চাহি' ঊর্দ্ধপানে
—অমনি সে দয়া-ঘন পরম দয়ায়
উরিয়া জীবের প্রাণে বাঁধে এ ধরায়
বিশ্বাসের হেম-সূত্রে পদ-স্বর্গে তাঁর ;
তখনি আনন্দ-রসে হয়ে' মাতোয়ার
কেহ বা মসজীদে বসি' সুগম্ভীর স্বরে
তুলে তাঁর স্তোত্র-গান ; গির্জা-শির 'পরে
নিশান উড়া'য়ে কেহ তুলে ঘণ্টা-নাদ ;

কেহ পুন সে অমৃত করিয়া আস্বাদ
মন্দিরে বিগ্রহ গড়ি' পূজে এক মনে
রুদ্ধ কণ্ঠে অন্তর-দেবতা ; নিরজনে
গিরি-শৃঙ্গে বসি' কেহ যোগ-নিমগন
অনন্ত-অনাদি-কল্পে করে আরাধন
অন্তরে বাহিরে ; সে যে সরবস্ব তার,
সর্ব্বাধিক, বহুমাঝে বহুল আকার,
এক পুন, বিবর্ত্তের নাহিরে বিকার !

১৬

তাঁহারি প্রেমের মন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত
চাহি আমি এ রাজ্যের বিপুল-বর্দ্ধিত
জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য প্রজায়
বাঁধিবারে এক সূত্রে মিলন-বন্ধনে ;
অত্যাচার-শার্দ্দূলেরে দমন-গুহায়
বিধি-পাশে চাহি' শৃঙ্খলিতে ; সর্ব্বজনে
সার্ব্বজনীনতা-দানে চাহি তুষিবারে ;
অন্ধতার নিরসনে ভারত মাঝারে
প্রতিষ্ঠিতে প্রেম-ধর্ম্ম,—স্বাধীনতা যার

সিন্ধু সম আলিঙ্গিবে হৃদয়ে তাহার
বহু-মত-প্রবাহিনী, শূন্যতা সবার
পূর্ণ করি' প্রেমের জোয়ারে, দয়া যার
ধরিবে সত্যের ক্ষীর তৃষিত অধরে
সবাকার, স্পর্শে যার ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরে
ঘৃণার অয়স-দেহ হ'বে কনকিত,
প্রশমিত বিদ্বেষ-অনল, মন্ত্রে যার
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম মন্ত্রণা মোল্লার
শঙ্কার বিবর মাঝে হ'বে লুক্কায়িত !

১৭

হায় স্বপ্ন!—শুনিবে কি, হে সখা আমার,
স্বপ্ন-বিবরণ মম, স্মৃতি মাত্র যার
হরষে বিষাদ আনি' আকুলিল মন ?
শুন বন্ধো ! নিশি-শেষে দেখিনু স্বপন :—
এমনি প্রেমের ধর্ম্ম করিতে স্থাপনা
ভারত-হৃদয় মাঝে করিনু রচনা
এ হেম মন্দির এক,—আকৃতি যাহার
দেউল মসজিদ্ কিংবা নহেক গির্জার ;

তুঙ্গ যার চূড়া 'পরে প্রেমের কেতন
অনন্তের পদ-রজ করিতে চুম্বন
উড়ে নভে ; মুক্ত যার বহু দ্বার দিয়া
সরল-বিশ্বাস-ধূপ অন্তরে জ্বালিয়া
বহু ভক্ত অভ্যন্তরে পশে নিরন্তর ;
সে অপূর্ব্ব মন্দিরের অঙ্গন ভিতর
কেহ নাচে হরি বলি', নত জানু মরি
পড়িছে নমাজ কেহ আল্লা নাম স্মরি',
কেহ করে যিশু গান ভাসি' প্রেম-নীরে,
নিস্পন্দ-মূরতি কেহ অন্তরে বাহিরে
অহেতু আনন্দ-রসে রহে মগ্ন-মনা।

১৮

সে মন্দির-চূড়ে মোরা দাঁড়া'য়ে দুজনা
ভাবে ভোর ছিনু সথে !—সহসা যেন রে
বিদ্রূপের অট্টহাস শ্রবণ-বিবরে
পশি' দ্রুত চমকিত করিল অন্তর ;

সহসা ভূ-গর্ভ হ'তে কম্পন-লহর
আমূল মন্দির যেন কৈল আলোড়িত
ঘন ঘন ; সে প্রবল ভীম আন্দোলনে
থর থর বিকম্পিত স্খলিত চরণে
ঝাঁপা'য়ে পড়িনু দোঁহে সহসা-উত্থিত
সে মন্দিরপদ-বাহী ঘোর-কল্লোলিত
ধ্বংস-বিতাণ্ডব-রতা বৈতরিণী নীরে ;
বীচি-ভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিয়া ধীরে
মৃত্যু আসি' অধিকার করিল শরীর।
তবু যেন সে মরণে না হ'নু বধির,
দৃষ্টি-হীন না হ'ল নয়ন! ক্ষিতি-মূলে
তখনো সে অট্টহাস পশে দুলে' দুলে'!
চেয়ে দেখি—আমারি সে পুত্র আত্মজাত
আমারি শোণিত-পুষ্ট এ দেহ-সঞ্জাত
সেলিম, তুলিয়া উচ্চ হাসির নিনাদ,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে সে ধর্ম্ম-প্রাসাদ
ভাঙিছে সোল্লাসে, একে একে খসাইয়া
গঠন-প্রস্তরগুলি দৃঢ় ভিত্তি হ'তে!

ভগ্ন-স্তূপ সে মন্দির! শত দ্বারপথে
কত দীর্ণ হাহাকার আসে বাহিরিয়া,
কত রুদ্ধ দীর্ঘ শ্বাস আর্ত্ত অভিশাপ
লুটায় উন্মত্ত বেগে দেবতা-চরণে!

২০

মৃত দেহে ক্ষণতরে হ'ল অপলাপ
চেতনার।—পুন যবে আসিল নয়নে
দূর-দৃষ্টি, নেত্র তুলি' দেখিনু চাহিয়া:-
রবির বিরাম-ভূমি হইতে ছুটিয়া
আসিতেছে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র-কলেবর
পূত-চিত্ত নরনারী। তারা নিরন্তর
সে ভগ্ন মন্দির মম গড়িছে আবার
যতনে, বিতত সেই প্রস্তর-সম্ভার
বহি' শিরে একে একে করিছে সজ্জিত
দেবতার শুভাশীষ হ'তেছে বর্ষিত
পুন সে মন্দির 'পরে।

২১

ভাঙিল স্বপন ;
বিচিত্র সে স্বপ্ন-স্মৃতি ক্ষণেক কারণ
হরষে বিষাদ ঢালি' আকুলিল মন।
অকস্মাৎ যেন মম গূঢ় মর্ম্ম-লোক
গুপ্ত জ্যোতি-নির্ঝরের বিমুক্ত আলোক
করিল প্লাবিত! সখে! বুঝিনু তখন :
মমতার বিড়ম্বনে দৃপ্ত অহঙ্কারে
ঘটনার কর্ত্তা বোধ করি' আপনারে
ভুঞ্জি মোরা নিরন্তর বৈকল্য-বেদন।
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা করিয়া স্মরণ
অন্তরের কৃতজ্ঞতা কৈনু নিবেদন
সমদর্শী আল্লার চরণে। যোড় করে
কহিনু : 'হে আল্লা মোর, তুমি প্রেম ভরে
আপনি গড়িছ বসি' আপন মন্দির
জগৎ-স্বজনাবধি জীবের হৃদয়ে ;
যতদিন সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসমন্বয়ে
সর্ব্ব-জীব-চিত্ত-ভূমে সে সৌধ রুচির

পূর্ণরূপে না হ'বে গঠিত, ততদিন
কত ক্ষুদ্র আকবর তোমারি ইঙ্গিতে
মন্দির-গঠন তরে আসি' এ মহীতে
অপসৃত হইবে পলকে ; শক্তি-হীন
কত কর হ'তে কাড়ি' তব কার্য্য-ভার
যোগ্যতর করে পুন দিবে কতবার !
কি বিচিত্র লীলা তব ওহে লীলাময় !
অন্তরে অন্তরে আজি জানিনু নিশ্চয় :
মানব নিমিত্ত-মাত্র, ক্ষুদ্র ক্রীড়নক
তব করে, ফল-ভাক্ তুমি নিয়ামক ।'

২২

থাক্ কথা । ওই হের ক্লান্ত চন্দ্রমার
তন্দ্রা-ঘোরে ঢুলে আঁখি । অরুণা উষার
গোলাপ-কপোল-চুম্বী জলদ-কুন্তল
ধীরে অপসারি' করে প্রণয়-চঞ্চল
চুম্বন করিছে তায় প্রভাতের রবি ।

কাঁপিছে যমুনা-জলে প্রাসাদের ছবি
মৃদু বাতে। ওই শোন আসিছে ভাসিয়া
পবনে তপন-স্তোত্র ; চল মুগ্ধ হিয়া।”

১৬।১০।১৯১০ রাণাঘাট।



অরণী

শূন্য

শূন্য বাসহ ভাল, শূন্য সকল,
নিমেষে মিশা'য়ে যায় নিমেষের ফল।
কারে বল আপন আপন,
আপনারি নহেক মন,
পর কি কখন হয় রে আপন?
আপনারে বাস ভাল।
শূন্যে রাখহ মন,
শূন্য করহ ধ্যান,
শূন্যে মিলা'বে প্রাণ,
হ'বে শূন্য সকল। [কিরণ

কাম

আসঙ্গ-অচলোদ্ভবা কাম তরঙ্গিনী
চলিয়াছে ধীর পদে মন্থর-গামিনী
সলজ্জ বধূর মত। সুখ দুখ তার
দু'টি কূল, আলোকিত, ছায়া-সমন্বিত ;
এক ভাঙে, গড়ে আর। বর্দ্ধিত-আকার
বিষয়ের বক্ষ বাহি' অতি ত্বরান্বিত
ধায় যবে বেগভরে চটুল চরণে
মদোন্মত্তা, রচি' বক্র ঘূর্ণাবর্ত্ত শত
লোল নেত্রে, লাস্যে হাস্যে বিলাসীর মনে
জাগা'য়ে অতৃপ্ত তৃষা, মুগ্ধ মন্ত্র-হত
ঝাঁপাইয়া পড়ে জীব আপনা পাসরি'
বক্ষে তার ;—অমনি সে মায়ার সরিৎ
ছায়া সম অকস্মাৎ যায় অপসরি',
লুটে ভ্রান্ত বালু মাঝে হারা'য়ে সংবিৎ।

১৭।১১।১৯১০ পুরী

ক্রোধ

শৃঙ্খলিত শার্দ্দূলের নেত্র-হুতাশন
জলে তার বিস্ফারিত নয়ন-যুগলে ;
মন্ত্র-বদ্ধ বিষধর ভুজঙ্গ মতন
নিষ্ফল গর্জ্জনভরে কবয়ে বিকলে
দংশন আপন দেহ ; নিজ কলেবর
উদ্গীরিত হলাহলে করে সে জর্জ্জর।
বাসনার বিফলতা, দৃপ্ত অহঙ্কার,
উভয়ের সংঘর্ষণে চিত্ত হ'তে তার
তাড়িত-তরঙ্গমালা ধায় তনুময়,
প্রতি রোম-কূপ তাহে কণ্টকিত হয়,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, তিক্ততা-সঞ্চার
রসনাগ্রে। টুটে যবে, পশ্চাতে তাহার
রহে শুধু অনুতাপ ধিক্কার কেবল ;—
হেন ক্রোধ-বশ নর নহে কি পাগল ?

১৭।১১।১৯১০ পুরী

লোভ

সাফল্য-ঔরসে জন্মি' গর্ভে কামনার
লোভ-শিশু অতি ক্ষুদ্র কলেবর ধরি'
মনের সংকীর্ণ কোণ করে অধিকার।
সামান্য হবির কণা অন্তরে আহরি'
বাড়ে যথা হুতাশন, তেমতি তাহার
রূপাদি বিষয় পঞ্চ করি' পরশন
নিমেষে নিমেষে দেহ বর্দ্ধিত-আকার,
অনন্ত গগন জুড়ি' গ্রাসে ত্রিভুবন
লালসার লোল রসনায়। কালানল
নেত্র হ'তে স্ফুরি' তার পুষ্পিত কানন
পোড়ায় পলকে কত ; নিঃশ্বাসে প্রবল
শুকায় অগাধ সিন্ধু রতন-ভবন ;
তবু তার নাহি তৃপ্তি! তৃষা অনির্ব্বাণ!—
হেন দৈত্যে কেন জীব দেহে দেয় স্থান?

১৮।১১।১৯১০ পুরী

মোহ

মায়ার মোহন দূত **মোহ** যাদুকর
যাদু-দণ্ড ধরি' করে মানস-ভুবন
বিহরিছে নিশিদিন। গণ্ডীর ভিতর
আনে যবে জীব-চিত্ত করি' আকর্ষণ,
স্তম্ভিত রহে সে ক্ষণ, পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপাইয়া পড়ে শেষে অনল-শিখায়
আত্মহারা, বাহ্য রূপে হ'য়ে বিচলিত;
প্রজ্বলন্ত নরণের শত ঘন পাকে
আলিঙ্গিত জড়ীভূত দলিত মর্দ্দিত
আপনারে করে বিসর্জ্জন। সে বিপাকে
নিস্তার লভে সে যদি, তবু মুগ্ধ-প্রাণ
দগ্ধ-পক্ষ পশে পুন ভুলি' লব্ধ জ্ঞান।
অহো ভ্রান্তি! কোথা হ'তে আসে এ বিকার?-
আপনাতে রচে জীব ধ্বংস আপনার!

১৭।১১।১৯১০ পুরী

মদ

বিষয়-মদিরা পানে সতত বিহ্বল ;
উদ্ধত উপেক্ষা-ভরা নেত্র উর্দ্ধ-তার ;
দম্ভে পদ যেন নাহি পরশে ভূতল ;
গর্ব্ব-বিস্ফারিত বক্ষ ; স্ফীত মত্ততার
উৎকট হরষ জাগে আনন-মণ্ডলে ;
অবজ্ঞায় করে হেলা সমগ্র সংসার ;
অহঙ্কারে ধরা যেন ধরে করতলে ;
ভাবে মনে—সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিধাতার,
সেই ভোক্তা, সেই কর্ত্তা ; জগৎ-সৃজন
তাহারি সম্ভোগ তরে ! কিন্তু যবে হায়
অকস্মাৎ হয় তার চরণ-স্খলন
ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত্তে, নেশা টুটে' যায়,
দেখে সে—সে নহে উচ্চ, অতি তুচ্ছ সেহ ;—
এ হেন উন্মাদ-ব্যাধি কেন ধরে দেহ ?

১৭।১১।১৯১০ পুরী

মাৎসর্য্য

শীর্ণ তনু, অতি ক্ষুদ্র নয়ন-বর্ত্তুল
জ্বলে যেন অন্ধকারে আলেয়ার প্রায় ;
বৈফল্য-বিশুষ্ক তালু, অতৃপ্ত তৃষায়
নীরস রসনা ; গ্রাসে যক্ষ্মা অনুকূল
ঈর্ষা-সঙ্কুচিত ক্ষীণ হৃদ্-যন্ত্র তার ;
চিত্ত-স্রোত অবরুদ্ধ সংকীর্ণ পঙ্কিল,
বহে তাহে অসূয়ার সমল সলিল
বিষ-পূর্ণ। নাহি পশে অন্তরে তাহার
নিরাশার পুঞ্জীভূত অন্ধকার টুটি'
ক্ষীণ রেখা আনন্দ-ভানুর। বিধাতার
ধরে দোষ পদে পদে ; রহে সদা লুটি'
অন্ধকূপে, আলোকের পাইলে দর্শন
নাহি জ্যোতি ভাবে মুদি' আপন নয়ন !

১৭।১১।১৯১০ পুরী

রিপু-সংহার

বিষয়-বিমুখ ক্রমে হ'য়ে অন্তর্মুখ
ইন্দ্রিয়নিচয় তব স্বরূপ-চিন্তায়
কর যদি নিয়োজিত, ক্ষণ বাহ্য সুখ
পরিহরি' অহেতুকী আনন্দ-ধারায়
রহ যদি নিমজ্জিত, ষড় রিপু তোর
না র'বে অরাতি আর ; সদা মিত্রবৎ
মায়া-পাশ করি' নাশ টুটি' কর্ম্ম-ডোর
প্রদীপ্ত করিয়া সূক্ষ্ম অন্তর-জগৎ
আত্মজ্ঞান-উদ্দীপনে হইবে সহায়।
তত্ত্ব-জ্ঞান স্ফুরে যদি বারেক হিয়ায়
কাম মায়ানদী হবে শম-প্রস্রবন,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ **ক্রোধ**, জ্ঞান-তৃষা **লোভ**,
মদ আত্ম-বোধ, **মোহ** আনন্দ অক্ষোভ,
নিস্পৃহতা রূপে হ'বে **মাৎসর্য্য** স্ফুরণ।

১৭।১১।১৯১০ পুরী

রিপু-সমন্বয়

বিষয়-ব্যাহত তব ইন্দ্রিয়নিকর
কর রে আনন্দ-ঘন-আত্মা-পুর-বাসী ;
মায়ারে ডুবা'য়ে রাখ জ্ঞানের ভিতর,
কামনারে কর তাঁর চরণের দাসী।
ক্রোধ হো'ক্ মূর্ত্তিমান বিষয়-বিদ্বেষে ;
লভিতে আনন্দকণা লোভ লালায়িত ;
প্রেমে হো'ক্ পরিণত মোহ অবশেষে
পুড়ি' চিদ্-বহ্নি মাঝে ; মদ অহঙ্কৃত
জীব-শিব-অভিন্নতা করিয়া বিচার ;
অবিদ্যার শক্তি হেরি মৎসর হৃদয়
করুক্ সতত চিন্তা অলীকতা তার ;
বিবেক প্রবুদ্ধ তাহে হইবে নিশ্চয়।
জগতে বিষয়-ভোগে শত্রুরূপী যারা,
আত্মার আস্বাদ-যোগে চির মিত্র তারা।

১৭।১১।১৯১০ পুরী

পুরুষ-কার

কে বলে পুরুষ-কার সদা কবলিত
কর্ম্ম-চক্রে বিদলিত পিষ্ট অনিবার,
অদৃষ্ট-সিন্ধুর দৃঢ় মুষ্টির মাঝার
আবদ্ধ বালুর বেলা নিত্য বিচলিত ?
নহে, নহে ; তুমি যেরে পুরুষ প্রবর
নিত্য মুক্ত অনাবদ্ধ জন্ম-মৃত্যু-হীন ;
জগৎ-প্রপঞ্চ মাত্র মায়ার অধীন,
নহ তুমি। মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গহ সত্বর
প্রবোধ-পুরুষকারে, করম-বন্ধন
কর ছিন্ন ; মায়া-পাশ জ্ঞানের কুঠারে
টুটি' বীর ! তুলি' শির করহ দর্শন
অনন্ত অনাদিকল্প সত্তা আপনারে।
যেই মায়া করে ইহ সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাহারে পুরুষ-কার করে পরাজয়।

১৭।১১।১৯১০ পুরী

জাতি

আত্ম-স্থ হইয়ে করে আত্মা-পুরে বাস,
সেইত **গৃহস্থ**, নহে কামনার দাস।
ছাড়িয়া মায়ার ঘর বিদ্যারণ্য-বাসী,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলত্যাগী, সেইত **সন্ন্যাসী**।
ব্রহ্মবিৎ হ'য়ে যেবা করয়ে দর্শন
সর্ব্বভূতে আপনারে, সেইত **ব্রাহ্মণ**।
ষড় রিপু ক্ষত হ'তে করে যেবা ত্রাণ
আপনারে, হয় তার **ক্ষত্রিয়াভিধান**।
তুচ্ছ ধন পরিহরি' যিনি নিত্যধন
করেন্ সঞ্চয়, ভবে তিনি **বৈশ্য** হ'ন্।
ভগবান হ'তে ভক্তে বড় করি' মানে,
রহে ভক্ত-দাস, **শূদ্র** তাহারে বাখানে।
সত্ত্ব রজ তম তিন জাতির প্রকার,
পরস্পরে মিশি' **জাতি-শঙ্কর** আবার।

১৭।১১।১০ পুরী

ভক্তি

লোভ-বশ রোষাধীন মৎসর হৃদয়
পরের পীড়ন তরে শোণিত-তর্পণে
পূজে ইষ্টদেবতার যুগল চরণে,
তামসী ভকতি তার অন্তরে উদয়।

নহে পর-পীড়া লাগি', নিজের কল্যাণ,
ইহ পরে আত্ম-সুখ করিয়া কামনা,
পুষ্প-অর্ঘ্যে ইষ্ট পদে করে যে প্রার্থনা,
রাজসিক ভক্তি তার হৃদে অধিষ্ঠান।

শিব যন্ত্রী, জীব যন্ত্র, হেন জ্ঞানে যেবা
তাঁহার চরণে করে আত্ম-নিবেদন,
তাঁরি প্রীতি তরে তাঁর করে আরাধন,
সাত্ত্বিকী ভকতি তার,—দাস্য ভাবে সেবা।

দাস প্রভু, জীব শিব, ভেদ নাহি যার,
সর্ব্বত্র আপনা হেরে, পরা ভক্তি তার।

১৮।১১।১০ পুরী

জ্ঞান

চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তি করিয়া আশ্রয়
সুখের সন্ধানে ঘুরে ত্রিভুবনময়,
রূপাদি বিষয় পঞ্চ যেই দিকে টানে
সেই দিকে ধায় জীব তামসিক জ্ঞানে।

বিষয়েতে গতাগতি করি বারবার
বুঝে জীব—পাপে দুখ, পুণ্যে সুখ আর;
নিজের কল্যাণ তরে পর হিত করে,
রাজসিক জ্ঞান তার হৃদয়ে সঞ্চরে।

বুঝে ক্রমে—পাপ পুণ্য সুখ দুখ দোঁহে
জনন-মরণ-বন্ধ স্বজে মায়া-মোহে;
নিষ্কাম করমে আনে সম ভাব সবে,
জীবের সাত্ত্বিক জ্ঞান সমুদিত তবে।

নহে দেহ, নহে মন, কোথায় বন্ধন?
পূর্ণ জ্ঞানে জীব-শিব আনন্দ মগন।

১৭।১১.১০ পুরী

অৰ্দ্ধ-জ্ঞান

জন্ম-অন্ধ নাহি জানে আলোক কেমন,
দিব্য-চক্ষু নাহি হেরে আঁধার কথন।
বদ্ধ জীবে বন্ধনের বোধ নাহি রয়,
মুক্ত জীব নাহি করে বন্ধনের ভয়।
অজ্ঞান ডুবায় একে, আনন্দ অপর,
অৰ্দ্ধ-জ্ঞান হৃদে যার সে বড় কাতর।
বুঝি ত—বিষয় বিষ, অবিষয় সুধা,
তবু কাম-কাঞ্চনের নাহি মিটে ক্ষুধা।
ছিঁড়ে' দাও, ছিঁড়ে' দাও করম-বন্ধন,
কিংবা কর একেবারে জড়ের মতন;
হাবুডুবু খে'য়ে মরি লবণাক্ত নীরে,
ডুবাও অগাধ জলে, কিংবা তোল তীরে।
আছ তুমি জানিতেছি, নাহি দরশন,
দাও দেখা, কিংবা আন চির বিস্মরণ।

৮।১১।১০ পুরী

ততক্ষণ

ততক্ষণ ধায় রে তটিনী
যতক্ষণ না মিশে সাগরে,
ততক্ষণ ম্লান কমলিনী
যতক্ষণ ভানু না সঞ্চরে।

২

ততক্ষণ গুঞ্জরে ভ্রমর
যতক্ষণ মধু নাহি পায়,
ততক্ষণ তনয় কাতর
যতক্ষণ নাহি হেরে মায়।

ততক্ষণ দুখের দহন
যতক্ষণ সুখের কামনা,
ততক্ষণ জনম মরণ
যতক্ষণ দেহের ধারণা।

১৬।১।১১ বসিরহাট

লীলা

কে বলে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ অলীক কল্পনা,
মরু-ভ্রান্ত পান্থ নেত্রে জীব-সৃষ্টি মায়ার রচনা
মিথ্যা মরীচিকা ?
কে বলে বিচিত্র ব্যোম রবি সোম তারকানিকর
বসুন্ধরা নদ নদী শৈল বন প্রসূন সুন্দর
জীব জন্তু তরু গুল্ম বিহঙ্গম খেচর ভূচর
মনের ক্ষণিক ভ্রান্তি, নাট্য-মঞ্চে ক্ষণ-ক্রীড়া-পর,
ঢাকে যবনিকা ?
দিব্য চক্ষে হের জীব ! নহে মিথ্যা, নিত্য লীলা তাঁর,
চিন্ময় পুরুষ নিজে নানারূপ ধরি' অনিবার
খেলিছে নিয়ত ;
তিনি মায়া, তিনি জীব, মহদনু তিনিই সকল,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তিনি, দেহ তিনি, মানস চঞ্চল,
হৃদয়ের বাঞ্ছা তিনি, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্খা প্রবল,
ভাবাভাব, জ্ঞানাজ্ঞান, শুভাশুভ, অমৃত গরল,
সর্ব্ব মাঝে স্থিত।

১৪।১২।১৯।১০ বসিরহাট

মায়া

পিতা ধরে পুত্র-তনু জননী-জঠরে,
শিব ধরে জীবরূপ মায়ার ভিতরে।
মাতৃ-গর্ভ-বাস হেতু ভিন্ন পিতা সুত,
মায়ার বিকাশ বশে ভেদ ব্রহ্ম ভূত।
যেই স্তন জনকের জাগায় মদন,
সেই স্তন তনয়ের সুধা-প্রস্রবন ;
যে মায়া অবিদ্যারূপে ব্রহ্মের বিকার,
বিদ্যা রূপে করে তাহা জীবের উদ্ধার।
জনক বিটপি বটে, মাতা তার ছায়া,
পুরুষের পদ বেড়ি' আছে মহামায়া।
তরু যদি সত্য হয়, ছায়া মিথ্যা নয়,
মোক্ষ ফল একে, অন্যে জুড়ায় হৃদয়।
মা না দিলে পরিচয় জনকে না জানে,
ব্রহ্ম-পদ মিলে তার—মায়ারে যে মানে।

১৫।১।১৯১১ বসিরহাট

তাণ্ডব

পাগল ভোলা বসন-খোলা
নাচে দিগম্বর,
স্বপন-ভাঙা নয়ন রাঙা
নেশায় গরগর।
জটাজুটে গঙ্গা লুটে
প্রেম-তরঙ্গিনী,
জ্বলে ভালে চন্দ্রকলা
জ্ঞান-কিরীটিনী।
দুল্‌ছে রিপু- ফণীর মালা
গলে গরল ভুলি,'
শ্মশান-ভূমে ক্রমে ক্রমে
নাচ্‌ছে দুলি' দুলি'।
সেই নাচেতে বিশ্ব নাচে,
নাচে মহাকাল,
প্রাণটা আমার নেচে' নেচে'
দিচ্ছে তালে তাল।

২৭।২।১৯১১ বসিরহাট

অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী

অহঙ্কার—মদ-স্রাবী প্রমত্ত বারণ,
পরিধান কটি-তটে তারি পৃষ্ঠ-ছাল ;
পরুষতা পিশুনতা কঠিন গঠন,
গুঁড়া'য়ে পরে'ছে গলে তারি অস্থি-মাল।
গণ্ডূষে বিষয়-বিষ পানে কণ্ঠ নীল,
কুণ্ডলিত হিংসা-অহি কর্ণের ভূষণ ;
জটাজূটে প্রেম-গঙ্গা বহে অনাবিল,
জ্বলে ভালে শুভ্র শশী জ্ঞানের কিরণ।
বৈরাগ্য-শ্মশান মাঝে কোটি সূর্য্য জিনি'
জ্যোতির্ম্ময়ী নাচে এক নারী উলঙ্গিনী ;
নারীর চরণ-তলে শব-কলেবর
লুটায় সমাধি-মগ্ন সুষুপ্ত-অন্তর
না জানি কে অপরূপ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ;—
মনে মনে তারে আমি বড় ভালবাসি।

১৬।১।১৯১১ বসিরহাট

শ্মশান-কালী

দিগম্বরী,—অবিদ্যার নাহি আবরণ ;
এলোকেশী,—অষ্টপাশে নহে বিজড়িত ;
মুণ্ডমালী,—সৃষ্টি-লীলা করে প্রকটন,
লোল-জিহ্বা,—করে পান প্রলয়-শোণিত।
ঘোর-দংষ্ট্রা,—কবলিত দৈত্য অহঙ্কার ;
হসন্মুখী,—জ্ঞানালোকে বদন মণ্ডিত ;
এক করে নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার
ভীম অসি ; অন্য করে মায়া-মুণ্ড ধৃত ;
তৃতীয়ে জনম-বন্ধে রাজে মোক্ষবর ;
চতুর্থে অদ্বৈত নামে অভয়-সম্পদ ;
সমতা-সমাধি-ভূমে জড়-কলেবর
ধ্যান-মগ্ন জীব-শিব ; পদ-কোকনদ
রাখি' সে শবের বুকে চিন্ময়ী মূরতি
বিরাজে শ্মশান-কালী মহাবিদ্যা সতী !

২১।১।১১ বসিরহাট

লুকোচুরি

তোমারে করিয়া বুড়ী খেলি লুকোচুরি,
জনম মরণ তায় আসে ঘুরি' ঘুরি'।
তোমারে ছুঁইলে পরে আর নাহি রয়
জনম মরণ মোর খেলা সাঙ্গ হয়।
ছেলে মেয়ে নিয়ে তুমি জুড়িয়াছ খেলা,
সবে খেলে, তুমি বসে' দেখিছ একেলা।
জয় পরাজয় ভাবি খেলা যতক্ষণ,
খেলা-শেষে চেয়ে দেখি সকলি স্বপন!

১৯।১১।১৯১০ পুরী

দেহ-মন্দির

আমার এ তনু খানি মায়ের মন্দির,
নিশি দিন করি তাই কত না যতন ;
ঢালি' নেত্র-যমুনার সুপবিত্র নীর
অবিরত ধুই কত সোপান-চরণ।
এ দেহের মাঝে আছে মার নাট-ঘর,
ভকতি-অপ্সরী তাহে নৃত্য করে নিতি;
ভোগাগারে থরে থরে সজ্জিত সুন্দর
সুগন্ধ নৈবেদ্যরাশি কর্ম্ম প্রেম প্রীতি।
মুক্তি-মণ্ডপেতে বসি' এক উদাসীন
নিমীলিত নেত্রে করে মার আরাধন ;
হৃদয়ের সিংহাসনে জননী আসীন,
অনিমেষে চে'য়ে আছে মায়ের বদন।—
বারেক করুণা যদি কর মা ! তাহারে,
মন্দির সার্থক হ'বে লভিয়া তোমারে।

১৫।১।১৯১১ বসিরহাট

জীব-দেহ

আমার পরাণ মাগো ! তোমারি পরাণ,
আমার শরীর মাগো ! তোমারি শরীর,
অস্থি মাংস ত্বক্ মম তোমাতে নির্ম্মাণ,
আমার হৃদয়ে বহে তোমার রুধির।
মম নাভি-পদ্ম-মূলে জ্যোতির মৃণাল
তব হৃদি-পদ্ম সনে যুক্ত নিরন্তর,
নানা ভাব-ফুলে গাঁথা মম মনোমাল
তোমারি সে চিৎ-সূত্রে গ্রথিত সুন্দর।
বাজিলে আমার বুকে, ব্যথিলে হৃদয়,
তাই মা ! তোমারে টানে মম তনু মন-,
অমনি ভিতরে আসি' হও মা ! উদয়,
নিমেষে ছিঁড়িয়া যায় ঘটনা-বন্ধন।
সবি ত তোমার মাগো ! পেয়েছে সন্তান,
তবে কোথা লুকায়েছ তৃতীয় নয়ান ?

৯।১১।১৯১০ পুরী

মাতৃ-মূর্ত্তি

মা ! তোর কুন্তল হেরি ঘটনার জালে,
ছে'য়ে আছে ভারে ভারে ইহ পরকাল ;
নিবৃত্তি-রূপিনী শশী প্রবৃত্তির ভালে,
ঝক্ ঝক্ ঝকে যেন জোছনা-মৃণাল।
পয়োধর--সুধাভরা শিশুর অধর,
ভুবনভুলানো হাসি সতীর প্রণয়,
জ্ঞান ভক্তি বরাভয় ধরে দু'টি কর,
তনুর মাধুরী মাথা জননী-হৃদয়।
তোমারি চরণ-রাগে রাঙা অনুরাগ,
আঁখির কোমল দিঠি প্রীতির ভিতর ;
কামনায় বিগলিত ক্ষীণ কটি-ভাগ,
আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণাবর্ত্ত নাভি মোহকর।
তুমি মাগো ! নিজ দেহে গড়িয়া সংসার
জগতে ছড়া'য়ে দে'ছ তনু আপনার !

১৯।১১।১৯১০ পুরী

এই পথ দিয়ে

তোমারে মাথায় করে' পাগল শঙ্কর
আমারি এ মনো-পথে গিয়াছিল চলে' ;
আমি মা ! তখন ছিনু নিদ্রায় কাতর,
ভাঙেনি সে ঘুম মাগো ! নূপুরের রোলে।
ঘুম ভেঙে' দেখি মাগো ! গিয়াছ চলিয়া,
কতগুলি চিহ্নে শুধু পাইনু সন্ধান :—
ভকতির বাঁধা ঘাটে বসেছিল নিয়া,
তাই তোর তনু-গন্ধে মোদিত সোপান।
ওখানে আফোটা মোর কতগুলি ফুল
অকস্মাৎ ফুটিয়াছে পদ-পরশনে,
এখানে জড়া'য়ে গেছে এক গাছি চুল,
রাঙা পা'র মোছা দাগ ওই দীঘি-কোণে।
তুমি মা ! ঘুমা'য়েছিলে শিবের মাথায়,
তাই বুঝি ডাক নাই বারেক আমায় !

১৯।১১।১৯১০ পুরী

করে’ দে আমারে

করে’ দে আমারে মাগো ! শিশুর মতন
নগ্ন হিয়া, বিশিথিল ত্রিগুণ-শৃঙ্খল,
এই যা’রে সঁপিয়াছি সারা প্রাণমন
মুহূর্ত্ত না যে’তে তারে দলি পদ-তল ;
পুষ্প-মালা—ফণী-হার ভেদ নাহি তার,
সেই মত শুভাশুভ হউক্ আমার।
করে’ দে আমারে মাগো ! উলঙ্গ পাগল,
খুলে’ দে স্মৃতির গ্রন্থি আশা-নিরাশার ;
অর্থ-হীন অশ্রু-ধারা, হাস্য খল খল,
অহেতু আনন্দে যেন রহি মাতোয়ার ;
কোথা দিয়ে দিন রাত করে পলায়ন
যেন তার নাহি রাখি সন্ধান কখন।
গোপালের মত শিশু করে’ দে আমায়,
পাগল ভোলার মত হ’তে প্রাণ চায়।

২৭।২।১৯১১ বসিরহাট

মা

মাতা পিতা সুত সুতা দারা পরিবার,
তারি মাঝে মা আমার, আমি মাঝে মার।
মা আমার সুখে সুখ দুখে দুখ পায়,
তাই এত সুখ দুখ আমারে নাচায়।
মায়া যে মায়েরি মায়া, তাই ভুলে যাই,
মায়ার ভিতরে মার দরশন পাই।
জগৎ নহে রে মিথ্যা, মায়ের বিলাস,
কাম-গন্ধ কামনার—তাঁহারি উল্লাস।
জনম-মরণ নহে আমার বন্ধন,
সে যে মার চরণের নূপুর মোহন।
এ সংসার খেলা-ঘর, খেলা সেত মার,
তুমি আমি তিনি সবে খেলনা মাতার।
মার খেলা মাই' বোঝে, আমার কি তা'য় ?
ভাল করে' মার খেলা খেলি সবে আয়।

১৮।১১।১৯১০ পুরী

শেষ

এ দেহ মাঝারে মাগো ! পৃথ্বী মূলাধার,
বারি-চক্রে কর লয় গন্ধ-গুণ তার।
সলিলের সরসতা লুকাও অনলে,
বহ্নি-রূপ কর লোপ পবন-কবলে।
বায়ুর পরশ-পাশ নাশ' মা নভসে,
গগন-শবদ লয় কর মা ! মনসে।
মনেরে মা ! বুদ্ধি মাঝে করে' দাও লীন,
বুদ্ধি মম অহঙ্কারে কর মা ! বিলীন।
লুকাও মা অহঙ্কার চিত্তের ভিতর,
তোমাতে ডুবা'য়ে রাখ চিত্ত নিরন্তর।
সর্ব্ব শেষে তুমি মাগো ! আপনা ঘুচাও,
পরম পুরুষ মাঝে অভেদে মিশাও।
এ মহা প্রলয় যদি ঘটে মা ! আমার,
জনম-মরণ-বন্ধ নাহি র'বে আর।

১৬।৩।১৯১১ বসিরহাট